NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ এবার জনতার দরবারে অভিযোগ জানানোর ১২ ঘণ্টার মধ্যেই সমাধান

সব্যসাচীকে ঘিরে ফের বিক্ষোভ বিধাননগর ওয়ার্ড কার্যালয়ে ৩

কলকাতা ১৫ জুন ২০২৬ ১ আষাঢ় ১৪৩৩ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.06.2026, Vol.19, Issue No. 362, 8 Pages, Price 3.00

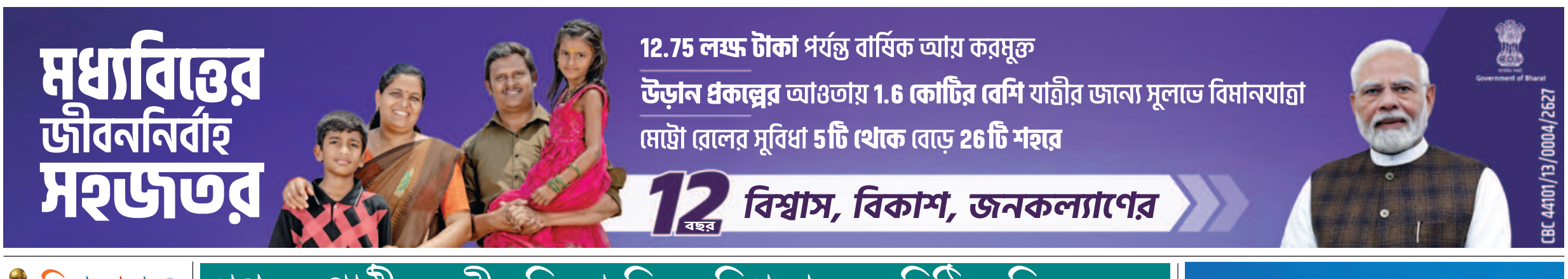

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

স্পেন বনাম কেপ ভার্দে
(ভারতীয় সময় রাত ৯.৩০)
জার্মানি বনাম কুরাসাও
(ভারতীয় সময় রাত ১০.৩০)

গতকালের ফলাফল

ব্রাজিল-১	মরক্কো- ১
স্কটল্যান্ড-১	হাইতি- ০
অস্ট্রেলিয়া-২	তুরস্ক- ০

আজ প্রথম কলকাতা পুরভবনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচি 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত'-র উদ্বোধনে আজ প্রথমবারের মতো কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় আসছেন। এই সফরকে সামনে রেখে ১৫ থেকে ২০ জুন পর্যন্ত শহরজুড়ে বিশেষ সাফাই অভিযান চালাবে কলকাতা পুরসভা।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' নামে এই কর্মসূচির আওতায় শহরের বিভিন্ন আবাসন লাগোয়া এলাকায়, পুকুর, খোলা মাঠের ধার থেকে রাস্তার চারপাশ, পরিত্যক্ত জমি, বাড়ি-যেখানেই জঞ্জাল স্তূপ থাকবে, সেখানেই দিনে-রাতে সাফাই চলবে। মেডিক্যাল বর্জ্য বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করা হবে এই অভিযানে। কংক্রিট বর্জ্য পরিষ্কার করা হবে। ছয় দিনব্যাপী এই অভিযান শেষে ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রীকে 'স্বচ্ছ কলকাতা'র বার্তা দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ভবনের ভিতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আলো ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত সংস্কারের কাজ চলছে। এই অনুষ্ঠানে প্রজেক্টর, এলইডি স্ক্রিন এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে বলে জানান হয়েছে।

পৃথক গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি না দিতে স্পিকারকে চিঠি অভিষেকের

নতুন দলে বিদ্রোহী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভায় পৃথক সংসদীয় ব্লকের স্বীকৃতি নিয়ে আইনি জটিলতা এড়াতে তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ নির্বাচন কমিশন অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (এনসিপিআই)-তে যোগ দিচ্ছেন। সূত্রের দাবি, নতুন রাজনৈতিক মঞ্চে যোগ দিলেও তাঁরা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকেই সমর্থন করবেন বলেই জানিয়েছেন। রবিবার দিল্লিতে একাধিক রাজনৈতিক বৈঠকের পর এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লোকসভার স্পিকারের কাছে যাওয়ার আগে বিদ্রোহী সাংসদরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে দীর্ঘ বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। নির্বাচন কমিশনের নথি অনুযায়ী, এনসিপিআই বর্তমানে একটি অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল। ২০২৩ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন ২০২৩-এ দলটি দু'টি আসনে প্রার্থী দিলেও উল্লেখযোগ্য ফল করতে পারেনি।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল সুদীপ-কাকলিরা তৃণমূলের মধ্যেই আলাদা ব্লক গড়ে তুলবেন। স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আসন বদলে দেওয়ার দাবি জানাবেন। রবিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদবদের বাড়িতে যখন বিদ্রোহী সাংসদদের

রবিবার সন্ধ্যায় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে বিদ্রোহী সাংসদরা।

বৈঠক চলছে, সেই সময়ই লোকসভায় দলের বিরোধী দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি নিয়ে লোকসভার স্পিকারের বাড়িতে যান মমতাপন্থী তৃণমূলের দুই সাংসদ; লোকসভার কীর্তি আজাদ এবং রাজ্যসভার সাগরিকা ঘোষ। তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি চেয়ে লোকসভার স্পিকারের কাছে আবেদন জানাতে পারেন, এমন জল্পনার মধ্যেই রবিবার স্পিকারকে দেওয়া চিঠিতে অভিষেক দাবি করেছেন, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (এআইটিসি) একটি একক রাজনৈতিক দল এবং সংসদে দলের অনুমোদিত নেতা ও হুইপের মাধ্যমেই তার প্রতিনিধিত্ব করা হয়। সেই কারণে দলের কোনও পৃথক গোষ্ঠী বা উপদলকে কোনও ধরনের স্বীকৃতি, মর্যাদা বা সংসদীয় সুবিধা না দেওয়ার জন্য স্পিকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, তার পরেই কৌশল বদলে ত্রিপুরার দলে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সুদীপ-কাকলিরা।

এর আগে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙন আরও গভীর হওয়ার দাবি করেন বিদ্রোহী সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তাঁর দাবি, বিদ্রোহী শিবিরে সাংসদের সংখ্যা ২০ থেকে বেড়ে এখন ২২ জন হয়েছে। রবিবার দিল্লি রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাকলি বলেন, '২২ জন সাংসদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সোমবার স্পিকার সময় দিয়েছেন। সোমবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতির আবেদন জানাব।' তবে নতুন করে কোন দুই সাংসদ বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়েছেন, তার নাম এখনই প্রকাশ করতে চাননি তিনি। কাকলির বক্তব্য, আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের পরই তাঁদের নাম জানানো হবে। তাঁর আরও দাবি, গত কয়েক বছরে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যাঁরা প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে মুষলপর্ব শুরু হয়েছে। গত সপ্তাহে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী সাংসদ পৃথক ব্লকের দাবি তুলে স্পিকারের কাছে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে জানান। বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, তারা লোকসভায় স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি চায় এবং কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএকে সমর্থনের বিষয়টিও তারা বিবেচনা করছেন। শুক্রবার দিল্লিতে প্রকাশ্যে আসে ১৯ জন তৃণমূল সাংসদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি নথি, যেখানে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে পৃথক সংসদীয় গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতির আবেদন জানানো হয়। যদিও সেই চিঠি স্পিকারের সচিবালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এরই মধ্যে রবিবার দিল্লিতে ফের বৈঠকে বসেন সংশ্লিষ্ট সাংসদরা। সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, দেব, সায়নী ঘোষ, মালা রায়, জুন মালিয়া এবং বাপি হালদার-সহ একাধিক সাংসদ।

মানবতার স্বার্থে ভারত ও ফ্রান্স একসঙ্গে: মোদী

নিস ও নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: 'মানবতার স্বার্থে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সমাধানে আমাদের দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করেছে', বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ফ্রান্সের নিস শহরে 'ভারত ইনোভেটস'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'ভারত সফরের সময় প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ বলেছিলেন, এই শতাধীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সমাধানে ভারত ও ফ্রান্সকে যৌথভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এখন আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, এই উদ্যোগটি সেই লক্ষ্যেই একটি পদক্ষেপ। 'ভারত ইনোভেটস'-এর এই প্ল্যাটফর্মটি ভারতীয় মেধা ও ইউরোপীয় পুঁজির মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হয়ে উঠছে; এমন একটি মঞ্চ যেখানে ভারতের তরুণরা ইউরোপীয় দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।'

ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কের বিষয়ে 'ভারত ইনোভেটস'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'এই সম্পর্কের মূলে রয়েছে পারস্পরিক সংযোগ, দৃঢ় প্রত্যয়, উদ্ভাবন, অনুপ্রেরণা, অভিন্ন মূল্যবোধ এবং অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। এই সম্পর্কের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা গত কয়েক বছরে যৌথভাবে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং নতুন ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছি। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সমাধানেও আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তা আন্তর্জাতিক সৌর জোট হোক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বিষয়ক আলোচনা হোক, কিংবা নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সুস্থায়ী উন্নয়ন পর্যন্ত আমাদের অংশীদারিত্ব; অর্থাৎ, মানবতার স্বার্থে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সমাধানে আমাদের দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করেছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে 'ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বর্ষ' শুরু হয়েছিল। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এখন আমরা ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথভাবে 'ভারত ইনোভেটস'-এর সূচনা করছি।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একে অপরের সঙ্গে বাণিজ্য করে এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে। কিন্তু খুব কম সম্পর্কই রয়েছে যা পারস্পরিক স্বার্থের পাশাপাশি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারত ও ফ্রান্সের সম্পর্ক তেমনই একটি অনন্য বন্ধন।'

গবেষণা ও উদ্ভাবন-চালিত রাষ্ট্র হিসেবে ভারত বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রভাগে রয়েছে, জোর দিয়ে বললেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ রবিবার ফ্রান্সের নিস শহরে যৌথভাবে 'ভারত ইনোভেটস' অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

নন্দীগ্রাম থেকে জনকল্যাণ শিবিরের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে তিন দিনের জনকল্যাণ শিবির শুরু হবে বলে নবান্ন থেকে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে আজ। নন্দীগ্রাম থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত থেকে এই শিবিরের উদ্বোধন করবেন। একইসঙ্গে নন্দীগ্রামে উন্নয়নমূলক ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভাতেও যোগ দেবেন তিনি।

বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর বিধায়ক পদ ছাড়লেও নন্দীগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেই আজ ফের নন্দীগ্রামে আসবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নন্দীগ্রামে তাঁর দ্বিতীয় জনসভা হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়া শিবমন্দির মাঠে উন্নয়নমূলক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বিএমটি হাইস্কুল এবং কালীচরণপুরে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরে উপস্থিত থেকে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনও করবেন তিনি।

১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন রাজ্যের পঞ্চায়েত, পুরসভা ও পুরনিগম এলাকায় চলবে এই জনকল্যাণ শিবির। শিবিরগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন এবং পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থাকবে বলে প্রশাসনের দাবি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদনের জন্য বিনামূল্যে ফর্ম পূরণে সাহায্য করা হবে।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, পিএম জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা এবং মুদ্রা ঋণ প্রকল্প-সহ একাধিক পরিষেবার জন্যও আবেদন গ্রহণ করা হবে। নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর সফর এবং জনকল্যাণ শিবিরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সভাস্থল ও শিবির কেন্দ্রগুলিতে জোরকদমে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে।

অভিষেক-কুণালকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সই জাল-কাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুণাল ঘোষকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন সিআইডির আধিকারিকেরা। চার ঘণ্টা পর সিআইডির দপ্তর ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে কুণাল জানান, তিনি তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। অভিষেকের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কথা জানান তিনিই। বলেন, 'আমি প্রথম থেকেই তদন্তের সহযোগিতা করেছিলাম। সমস্ত রকম তদন্তে করেছি, মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।' এরপরেই কুণাল ঘোষ কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান। তবে কুণাল বেরিয়ে এলেও তখনও ভবানী ভবনেই ছিলেন অভিষেক।

বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে রবিবার ফের ভবানী ভবনে যান তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। তাঁকে বেলা ১২টা নাগাদ হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের ১৭ মিনিট আগেই তিনি পৌঁছে যান সিআইডি দপ্তরে। সিআইডির তলবে সাড়া দিয়ে দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ ভবানী ভবনে পৌঁছন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষও। একই মামলায় তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইডি। সই-কাণ্ডে অভিষেককে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট।

মমতার দেওয়া উপহার ফেরতে কাকলির ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রবিবার নতুন অধ্যায় যোগ হল। দলের বিদ্রোহী শিবিরের অন্যতম মুখ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে চিকিৎসক বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ঘোষণা করেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া ব্যক্তিগত উপহার তিনি ফিরিয়ে দেবেন। বিয়ের সময় তাঁর স্ত্রীকে দেওয়া সোনার নেকলেস এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁকে দেওয়া পাজামা-পাঞ্জাবি ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। উপহার ফেরতের এটাই সঠিক সময় বলে মনে করছেন তিনি। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কাকলি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'তোমার এবং তোমার স্ত্রীর জন্য গর্বিত।'

তবে এখানেই থেমে থাকেননি বৈদ্যনাথ। উপহার ফেরতের এই ঘোষণার পাশাপাশি মমতা বন্দোপাধ্যায়-সহ আরও ৫ তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কাজও শুরু করেছেন বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার। তাঁর নির্দিষ্ট অভিযোগ, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে বারাসত বিধানসভা কেন্দ্রের টিকিট চাওয়া এবং পরিবারকে ঘিরে একাধিক মন্তব্য করে তাঁর পরিবারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। সেই অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, মহুয়া মৈত্র এবং প্রাক্তন বিধায়ক সোনালি গুহকে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। নোটিসে দাবি করা হয়েছে, বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার কখনও বারাসত বা অন্য কোনও কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। টিকিট না পাওয়ার কারণে তাঁর মা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এমন মন্তব্যও ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে দাবি করেছেন বৈদ্যনাথ।

কোনও প্রলোভন আছে, সুদীপকে কটাক্ষ কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরের ভাঙন-জল্পনার মধ্যেই এবার প্রকাশ্যে দলের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন দলের আর এক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের দিল্লির বাসভবনে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যখন জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে, তখনই তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করলেন কল্যাণ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সুদীপদা যদি চলে যান, সেটা খুবই দুঃখের। তবে

নিঃসন্দেহে কোনও প্রলোভন আছে। রোজভ্যালি মামলায় ইডির তদন্ত থেকে রেহাই পাওয়ার আশাতেই তিনি গিয়েছেন বলে আমার মনে হয়।'

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অতীতের ইতিহাস টেনে এনে কল্যাণের দাবি, দলবদল করা তাঁর কাছে নতুন ঘটনা নয়। আগে তৃণমূলে ছিলেন, পরে কংগ্রেসে গিয়েছিলেন, আবার তৃণমূলে ফিরে এসেছেন। এমন করার একটা অভ্যাস ওঁর আছে বলে মন্তব্য করেন কল্যাণ। একইসঙ্গে সুদীপ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকারও উল্লেখ করেন কল্যাণ। তাঁর দাবি, সুদীপের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরাবরই রাজনৈতিক প্রশ্রয় দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী, সুদীপের জন্য দলের অন্য নেতাদের আপত্তিও উপেক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর।

মুখ খুলে জল্পনা বাড়ালেন সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী সাংসদদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে রাজ্যজুড়ে জল্পনার মধ্যেই প্রথমবার প্রকাশ্যে মুখ খুললেন সাংসদ সায়নী ঘোষ। রবিবার দিল্লিতে পৌঁছে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। দিল্লিতে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের বৈঠকের আগে বিমানবন্দরে সায়নী ঘোষকে দলবদল এবং এনডিএ-কে সমর্থনের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সব জেনে যাবেন। যখন বলার সময় আসবে, সব বলে দেব। আপনাদের জবাব দেব না, শুধু নিজের ক্ষেত্রের লোকেদের কাছেই বলব। আমার আওয়াজ সবার কাছেই পৌঁছবে, সঠিক সময়ে।' এর বেশি কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। বাকি প্রশ্ন এড়িয়ে দ্রুত বিমানবন্দর ত্যাগ করেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 12/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17846 নং এফিডেভিট বলে আমি Kabir Abdul (old name), S/o. Abdul Selim, R/o. Pontba, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kabir Abdul নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abdul Kabir (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Abdul Kabir & Kabir Abdul, S/o. Abdul Selim, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17845 নং এফিডেভিট বলে আমি Toyeba Khatun (old name), W/o. Abdul Selim, R/o. Pontba, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Toyeba Khatun নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tayeba Bibi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Tayeba Bibi & Toyeba Khatun, W/o. Abdul Selim, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Abdul Kabir.

আমি, Avarani Das, স্বামী- Late Sankar Das, গ্রাম- টিকারামপুর, পোঃ- ব্যাবত্তারহাট, থানা- নন্দকুমার, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। এই মর্মে সশ্রদ্ধভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার নাম Avarani Das হইতে Abha Rani Das হইল এবং অদ্য হইতে সকল নথিপত্রে Abha Rani Das নামেই পরিচিত হইলাম। এতদ্বারা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, 04/06/2026 তারিখে তমলুক আদালতের মাননীয় Judicial Magistrate, First Class, পূর্ব মেদিনীপুর-এর নিকট Affidavit No- 9477 অনুযায়ী Abha Rani Das এবং Avarani Das উল্লেখিত উভয়ে নামই একই ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই জুন, ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। অমাবস্যা তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খ ুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ অমাবস্যা তিথি। মলমাস জ্যৈষ্ঠের সমাপ্তি। সংক্রান্তি উপলক্ষে সর্বত্র ধর্মীয় বাতাবরণ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জাহাঙ্গির খানের আরও ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ফলতার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জাহাঙ্গির খান ওরফে ‘পুষ্পা’কে ঘিরে তদন্তের জাল আরও বিস্তৃত হচ্ছে। পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত শেষ হওয়ার পর রবিবার তাঁকে ফের ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে তদন্তকারীরা আরও সময় চেয়ে আবেদন করেন। আদালতে পুলিশের দাবি, মামলার তদন্তে এখনও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের অনুসন্ধান বাকি রয়েছে এবং অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক জাহাঙ্গির খানকে আরও ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

তদন্তকারী সূত্রের খবর, জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক গুরুতর অভিযোগের সূত্র ধরে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে। গত পাঁচদিনে তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর যোগাযোগ, আর্থিক লেনদেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়েও খোঁজখবর চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে তদন্তকারীদের দাবি, এখনও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। সেই কারণেই ফের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হয়।

রবিবার আদালত চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সকাল থেকেই আদালত সংলগ্ন এলাকায়

অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। অভিযুক্তকে আদালতে আনা ও নিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়, যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। প্রশাসনের একাংশের মতে, ঘটনাটি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল হয়ে ওঠায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই প্রভাবশালী রাজনৈতিক মুখ হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গির খান। স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব ও ভূমিকা নিয়ে নানা সময়ে আলোচনা হয়েছে। ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মাকে জাহাঙ্গিরের বাড়ির সামনে গিয়ে হুঁশিয়ারিও দিতে দেখা যায়। যার পালটা জাহাঙ্গির নিজেকে ‘পুষ্পা’ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও ভোটের দিন ফলতায় রিগিংয়ের অভিযোগ ওঠে। নির্বাচন কমিশন ভোট বাতিল করে দেয়।

ওই কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হয় গত ২১ মে। ততদিনে রাজ্যে তৃণমূল জমানার ইতি ঘটে গিয়েছে। বিজেপির সরকারও তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ভোটের আগেই সরে দাঁড়ান জাহাঙ্গির। এমনকী পুনর্নির্বাচনের একদিন আগে থেকে তাঁর খোঁজও মিলছিল না। সম্প্রতি তাঁকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ গ্রেপ্তার করে ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে। অভিযোগ, তিনি নেপালে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

আইনজীবী মহলের একাংশের মতে, টানা দ্বিতীয় দফায় পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ থেকে স্পষ্ট, তদন্তকারী সংস্থা আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে মামলার তদন্ত এখনও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। আগামী ছয় দিনের জিজ্ঞাসাবাদে নতুন কোনও তথ্য বা নথি সামনে আসে কি না, সেদিকেই নজর থাকবে।

বাংলাদেশি ‘পুশব্যাক’ নিয়ে বৈধতা ও স্বচ্ছতার প্রশ্ন তুলে কূটনৈতিক সমাধান চাইছেন বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাম্প্রতিক ‘পুশব্যাক’ প্রক্রিয়া এবং এইদেশে থাকা অবৈধ বাংলাদেশিদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে নানান বক্তব্য উঠে আসছে। ওই ব্যক্তিদের সঠিক পরিচয় ও প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে রবিবার প্রশ্ন তুললেন মানবাধিকার কর্মী কিরিটি রায়। তাঁর দাবি, যাঁদের বাংলাদেশি নাগরিক বলে ফেরত পাঠানো হচ্ছে, তাঁদের পরিচয়, তালিকা এবং প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখনও পর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।

কিরিটি রায়ের মতে, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সত্যিই বাংলাদেশের নাগরিক হন, তবে তাঁদের নাম ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রকাশ করা উচিত। এতে পুরো প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, দেশের

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ কীভাবে নির্দিষ্ট দিনে সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, যেসব সীমান্ত পয়েন্টের কথা সামনে আসছে, সেগুলির অনেকগুলিতেই সরাসরি রেল বা সরকারি বাস পরিষেবা নেই। ফলে ওইসব ব্যক্তির সীমান্তে পৌঁছনোর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

কিরিটি রায় আরও দাবি করেন, সীমান্তে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বহু ক্ষেত্রেই ফেরত পাঠানো ব্যক্তিদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাচ্ছেন না। ছবি প্রকাশিত হলেও নাম বা পূর্ণ পরিচয় সামনে আসছে না। কেন এই তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে না, তাই নিয়েও প্রশ্নও তুলছেন তিনি।

এদিকে একই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞ, লেখক ও সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক। তাঁর মতে, যাঁরা সাধারণ মানুষ এবং কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁদের সীমান্ত পারাপারের সময় প্রাণহানির ঘটনা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সুবীর ভৌমিক বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এ ধরনের বিষয়ে সমাধানের জন্য দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক প্রক্রিয়া ও আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে। সেই পথেই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। তাঁর আশঙ্কা, সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকলে তা দুই দেশের সম্পর্কের উপর আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই বিষয়টি কূটনৈতিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে মেটানোর উপর জোর দেন তিনি।

যদিও কিরিটি রায় ও সুবীর ভৌমিকের উত্থাপিত প্রশ্ন এবং মন্তব্য প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার, সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদিও ভবিষ্যতে এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে বলেই অভিমত ব্যক্ত করেন তারা।

‘কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’ ও ‘জনৈক্য’-এর যৌথ উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার বিশ্ব রক্তদান দিবসে এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল হাওড়ায়। ‘কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’ ও ‘জনৈক্য’-এর যৌথ উদ্যোগে রবিবার পুঁইল্যা উনসানি এলাকায় আয়োজিত হল রক্তদান উৎসবের। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা প্রখ্যাত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সুব্রত রায়ও উপস্থিত ছিলেন এদিন। এদিন তিনি জানান জনৈক্য সংস্থা সামাজিক কাজ করছে

সেটা খুব ভালো কিন্তু শিক্ষার প্রসারে তাদের আরও উদ্যোগী হতে হবে। এদিন ক্লাব প্রাঙ্গণে নতুন লাইব্রেরি খোলার প্রস্তাব দেন তিনি। সেই লাইব্রেরিতে বাঙালির ইতিহাস সম্বন্ধীয় বই রাখার কথাও বলেন তিনি। সুব্রত রায়ের কথায় বাঙালিরা নিজের সনাতনী ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডক্টর প্রণব টুডু, সুদীপ দেবনাথ , জিৎ রায়, সম্পাদক সৌম্যদীপ মাঝি, সৌরভ দাস সহ সংস্থার অন্যান্য আধিকারিকরা।

সোনার বাংলা গড়ার জন্য লড়াই করতে হবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোনার বাংলা গড়ার জন্য লড়াই করতে হবে। রবিবার বিকেলে বিজেপির বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তরফে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অভিনন্দন যাত্রায় অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, বীজপুর-সহ ব্যারাকপুরে ছয়টি আসনেই পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর দাবি, বিগত ৪৯ বছরে বাংলায় পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ভেঙে পড়া পরিবহণ ব্যবস্থা চাঙ্গা করা হবে। প্রসঙ্গত, এদিন হালিশহর প্রভাত সংঘের মাঠ থেকে শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে নৈহাটির গরুরফাঁড়ি মোড়ে গিয়ে অভিনন্দন যাত্রা শেষ হয়। উক্ত অভিনন্দন যাত্রায় বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস ছাড়াও হাজির ছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি, বীজপুর-১,২ ও ৪ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে তুষার দাস, সজল কর্মকার ও অমিত চৌবে, গণেশ দাস, প্রিন্স সিং প্রমুখ।

মায়ের জন্য রক্তদানে ৫ হাজার পার, নজির ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবাসরীয় সকালে সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য নজির সৃষ্টি হল তিলোত্তমায়। ‘রক্তদান জীবন দান, রক্তদান পুণ্য দান’; এই বার্তাকে পাথেয় করে প্রতি বছরের মতো এবারও এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল বাংলার দুর্গাপুজো সংগঠনগুলির মিলিত মঞ্চ ‘ফোরাম ফর দুর্গোৎসব’। এদিনের শিবিরে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে রক্তদান করলেন ৫,০০০-এরও বেশি রক্তদাতা। এদিনের এই কর্মসূচি উপলক্ষে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বসেছিল চাঁদের হাট। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশীষ দত্ত, বিশিষ্ট পুজো উদ্যোক্তা নীতিন প্যাটেল, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খাঁ এবং বিধায়ক সজল ঘোষ সহ অন্যান্য গুণীজনেরা। উদ্যোক্তারা জানান, দুর্গাপুজো শুধু উৎসব নয়, মিলনের উৎসব। আর মায়ের আবাহনের আগে মানুষের জীবন বাঁচানোর এই তাগিদ পুজোকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেল।

বেহাল বাসডিপোগুলো পিপিপি মডেলে উন্নয়নের চেষ্টা করা হবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাধারণ মানুষের পরিষেবার স্বার্থে রবিবার ব্যারাকপুর বারাসাত রোডের নোনা চন্দনপুকুর এলাকায় দীনদয়াল উপাধ্যায় ভবন নামক পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। উক্ত কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। যাতে শিল্পাঞ্চলে থাকা ডিপোর বাস কর্মী এবং ডিপোর কর্মচারীদের সমস্যা জেনে সমাধান করা যায়। পয়সা খরচ করে যাতে এঁদেরকে কলকাতায় ছুটতে না হয়। তিনি জানান, শিল্পাঞ্চলের বাস ডিপোগুলো বেহাল দশায় পরিণত। পিপি মডেলে ওই বাস ডিপোগুলোর উন্নয়নের চেষ্টা করা হবে। উক্ত কার্যালয় উদ্বোধনে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, জগদ্দল ও ব্যারাকপুরের বিধায়ক যথাক্রমে রাজেশ কুমার ও কৌস্তভ বাগচী প্রমুখ।

‘সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল’ বিশ্বকাপ উন্মাদনায় মোমে ধরা বাঙালির আবেগ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ধন্যি মেয়ে-র সেই গান, যা আজও বাঙালি মাত্রই মনের গভীর গহনে আবেগের লাভার মতো বয়ে চলেছে। তাই আজও প্রতিটা বাঙালির মনের মধ্যে বাজে;

‘সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল,

আহা কী মধু আছে ওই তোমার নামেতে বাবা ফুটবল।’

বাঙালির বহু আবেগের মধ্যে চিরন্তন এই আবেগের অন্যতম নাম ‘ফুটবল’। আর সেই ফুটবলের আন্তর্জাতিক তারকা সমাবেশের নাম ‘বিশ্বকাপ’। এই বিশ্বকাপ জ্বরেই এখন আক্রান্ত আপামর বাঙালি সমাজ। আট থেকে আশি; এখন রাত জাগার পালা। সকালে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে, পাড়ার দোকানে, ট্রেনে-বাসে, অফিসের ফাঁকে কিংবা সন্ধ্যার আড্ডায়; দিনভর চর্চিত বিষয় একটাই, বিশ্বকাপ ফুটবল।

একদিকে যখন ফুটবলের এই মহাযজ্ঞ চলছে, সেই সময়েই উত্তর কলকাতার আহিরীটোলার এক সরু গলির ভেতরে তৈরি হচ্ছে বিশ্বকাপকে ঘিরে অন্যরকম এক আবেগের গল্প। স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়াল টপকে যখন সরু গলির ভিতর পা পড়ে, দূর থেকেই ভেসে আসে গলিত মোমের গন্ধ আর খসখস ছেনির শব্দ। ছোট্ট এক কর্মশালায় কাঠের টেবিল ঘিরে ছড়িয়ে আছে ছাঁচ, তুলির সারি, রং আর উষ্ণ আলো। সেখানেই বসে তুহিন মুখার্জী মোমের নরম দেহে খোদাই করতে ব্যস্ত বাঙালির আবেগের আকার; ‘ফুটবল বিশ্বকাপ’-এর ট্রফির বিশেষ মোমবাতি। তাঁর হাতের স্পর্শেই যেন প্রাণ পায় প্রতিটি সৃষ্টি।

কলকাতার সরু গলি থেকে জেলার ছোট্ট ঘর; ফুটবল বিশ্বকাপের উৎসবে আলো পৌঁছে দিতে তাঁর হাতেই তৈরি হচ্ছে এই শিল্পকর্ম। তুহিন শান্ত স্বরে বললেন, মোমবাতি শুধু জ্বলে না; মানুষের মনটাও নরম করে দেয়। আর বাঙালির আবেগের মনে জায়গা করে নিতে এই ‘বিশ্বকাপ প্রতিলিপি’ তাঁর কাছে নিছক পেশা নয়; এটা এক উত্তরাধিকার।

এই উত্তরাধিকারের শুরু আজকের নয়। ১৯৮৬ সালে এই মোমশিল্প শুরু করেছিলেন তাঁর বাবা দীপক কুমার মুখার্জী। আজ ৭৮ বছর বয়সেও তিনি স্বয়ং হাতে কাজ করেন, ওয়ার্কশপে এসে ছেলেকে শিখিয়ে দেন মোমের শৃঙ্খলা। ছোটবেলায় তুহিন বিস্ময়ে দেখতেন; গরম মোম ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে কীভাবে গল্পে বদলে যায়। প্রথম হাতে ধরা সেই মোমের উষ্ণতা এখনও তাঁর স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে।

‘বিশ্বকাপ’ খোদাই করতে বসলেই অতীতের স্মৃতির ঢেউ আছড়ে পড়ে। বাবার উপদেশ যেন এখনও কানে বাজে;

আলোকে তাড়াবি না, তাতে সে কাঁপে; ধৈর্য দিলে স্থির হয়ে জ্বলে।

ফুটবল মহাযজ্ঞের আগে এই কর্মশালায় সময় যেন অন্য ছন্দে বয়ে চলে। রাত পেরিয়ে ভোর; তবু কাজ থামে না। গরম মোম, নতুন ছাঁচ, ধারালো তুলির টান; প্রতিটি স্তরেই তৈরি হয় এক নতুন শিল্পকাহিনি।

প্রতিটি মোমবাতির তলায় তুহিন নিজে আবেগ লেখেন। তাঁর ভাষায়;

এই ‘বিশ্বকাপ প্রতিলিপি’-র প্রতিটি মোমবাতি শুধু পণ্য নয়; একটা ব্যক্তিগত স্মৃতি।

তুহিন বলেন, এই প্রতিলিপির উচ্চতা ১০-১২ ইঞ্চির মতো। প্রায় আড়াই কেজি ওজনের মোম দিয়ে তৈরি হয়েছে। সোনালি মেটালিক রং দিয়েই প্রতিকৃতিকে রাঙানো হয়েছে। এটা ১৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। নিজের ফুটবল আবেগের সঙ্গে মিশে এটা তৈরিতে একটা মানসিক শান্তি পেয়েছি। তাই ফুটবল বিশ্বকাপের সময়েই এটা বানানো হয়েছে।

এই মোমবাতি যখন জ্বলে, সেখানে শুধু ঘর উজ্জ্বল হয় না; জ্বলে ওঠে অপেক্ষা, নিঃশব্দ প্রার্থনা এবং ঘরের উষ্ণতা। বিশ্বকাপ জ্বরের উন্মাদনায় শহরের ভিড়ে তাঁর টেবিলে রাখা ছোট ছোট শিখা যেন বলে যায়; উত্তরাধিকার মানে কেবল নাম টিকিয়ে রাখা নয়; অন্ধকারকে গলিয়ে আলো ধরিয়ে দেওয়াই দায়িত্ব।

তুহিনের চোখে আজও আলাদা দীপ্তি। তিনি হেসে বলেন, বাবার হাতেই প্রথম আলো ধরেছিলাম; আজ সেই আলোই আমার পেশা, আমার পরিচয়। উত্তর কলকাতার এই কর্মশালায় নরম মোমের স্পর্শে ধরা পড়ছে বিশ্বকাপের উন্মাদনা। এখানে মোম শুধু গলে না; স্মৃতি গড়ে, আবেগ তৈরি করে, উত্তরাধিকার বাঁচিয়ে রাখে। এই প্রতিলিপির উপরে লাগানো সলতে যখন আগুনের স্পর্শে জ্বলে ওঠে, আর ধীরে ধীরে গলতে থাকা মোম যেন মনের অন্তরে জমে থাকা ফুটবল আবেগকেও জ্বালিয়ে সৃষ্টি করে বাঙালির ফুটবল প্রেমের শ্রেষ্ঠ উন্মাদনা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৫ জুন ২০২৬, ১ আষাঢ় ১৪৩৩, সোমবার

এবার জনতার দরবারে অভিযোগ জানানোর ১২ ঘণ্টার মধ্যেই সমাধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবারে' অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী রূপা চক্রবর্তী। অভিযোগ জানানোর ১২ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে দাবি করলেন রাজ্যের ওই চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মী। অভিযোগ জানানোর প্রায় ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে আগের কর্মস্থল ও দায়িত্বে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

সূত্রের খবর স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী রূপা চক্রবর্তী শনিবার সকালে বিধাননগরের সেক্টর ফাইভে আয়োজিত 'জনতার দরবারে' উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজের অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম (পিজি) হাসপাতালের ইনস্টিটিউট অব সাইকিয়াট্রি বিভাগ থেকে হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বদলি করা হয়েছিল। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে যে দায়িত্বে কাজ করছিলেন, বদলির পর সেই কাজ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

রূপার বক্তব্য, বদলির কারণ তাঁকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। তাঁর অভিযোগ ছিল, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের জেরে তাঁকে পূর্বতন দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবার'- এ অভিযোগ জানানোর পর স্বাস্থ্যভবন থেকে দ্রুততার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় বলেই দাবি করেছেন রূপা। শনিবার সন্ধ্যার মধ্যেই তাঁকে আগের কর্মস্থল এবং পূর্বের দায়িত্বে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়।

রূপা চক্রবর্তী জানান, সরকারি ব্যবস্থায় এত দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশা করেননি। অভিযোগ জানানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ হওয়ায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। যদিও বদলির অভিযোগ বা পরবর্তীতে তা প্রত্যাহারের বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে গঙ্গাবক্ষে ৫০০ নৌকোর সমাহার, বিশ্বরেকর্ডের লক্ষ্য রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে গঙ্গাবক্ষে ৫০০ নৌকোয় একযোগে যোগাভ্যাসের আয়োজন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী ২০ জুন এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য প্রশাসনের দাবি, পরিকল্পনা সফল হলে এটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিতে পারে।

নবান্ন সূত্রে জানান হয়েছে, মিলেনিয়াম পার্ক, বাবুঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, বেলুড় এবং দক্ষিণেশ্বর-সহ গঙ্গার একাধিক ঘাটকে কেন্দ্র করে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। গঙ্গার বুকে শত শত নৌকোয় অংশগ্রহণকারীরা একসঙ্গে যোগাভ্যাস করবেন।

রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কর্মসূচিকে ঘিরে বড় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় নৌসেনা, কলকাতা বন্দর-সহ বিভিন্ন সংস্থার সাহায্যে প্রয়োজনীয় নৌকোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের নিজস্ব নৌযানও এই অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হবে। এই কর্মসূচির নোডাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আয়ুষ বিভাগের ডিজি দিব্যা লোগনাথনকে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, যোগাভ্যাসের পাশাপাশি গঙ্গার দুই তীরজুড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ড্রোন শোয়ের আয়োজন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। হাওড়া ব্রিজ থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর মধ্যবর্তী এলাকার গঙ্গার পাড়কে আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনাও হয়েছে।

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতার রেড রোডে মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিত থাকবেন। তার আগের দিন গঙ্গাবক্ষে এই বিশেষ যোগ কর্মসূচিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চাইছে রাজ্য প্রশাসন।

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, অতীতে গঙ্গাবক্ষে ছোট বা মাঝারি পরিসরে যোগাভ্যাসের অনুষ্ঠান হলেও একসঙ্গে ৫০০ নৌকোয় এমন বৃহৎ আয়োজন এই প্রথম হতে চলেছে। সেই কারণেই এই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে বিশ্বরেকর্ড তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্টই আশাবাদী আয়োজকরা। এক্ষেত্রে যদি এই অনুষ্ঠান 'গিনিস বুক'-এ নাম তোলে, সেক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের সামনে কলকাতার নতুন ছবি উঠে আসবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে শহরে দ্রুতগামী ট্রাম চালানোর ভাবনা আছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে শহরে দ্রুতগামী ট্রাম চালানোর চিন্তা-ভাবনা চলছে। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ৫০টি ইলেকট্রিক বাস এসে গেছে। এখন চার্জিং পয়েন্ট করা হচ্ছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই যেকোনো একটি রুট চালু করা হবে। সরকারি বাস পরিষেবা নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, শুধু ঘোষপাড়া রোড নয়। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সোদপুর মুরাগাছা থেকে কল্যাণী এইমস পর্যন্ত সরকারি বাস চলবে। তাছাড়া কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর কোর্ট এবং ব্যারাকপুর কোর্ট থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সরকারি বাস চলাচল করবে। পাশাপাশি কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত ৮৫ নম্বর বাসরুটকে সচল করা হবে। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল ৮৫ নম্বর বাসরুট তুলেই দিয়েছে। বাস মালিকদের তিনি বলেছেন, বাস চালানোর জন্য এবার থেকে আর গুন্ডা ট্যাক্স দিতে হবে না। প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকে তুমুল ঝগড়ায় জড়ান অভিষেক ব্যানার্জি ও কুণাল ঘোষ। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, তোলাবাজি ছাড়া তৃণমূল দলের কোনও এজেন্ডা ছিল না। আগামীদিনে তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে। প্রসঙ্গত, সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন বিজেপির অপারেশন লোটাসের ফাঁদে পা দিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সিনিয়র লিডার। উনি খুব কম কথা বলেন। কিন্তু সৌগত রায় 'ভাট' কথা বলেন। যিনি অপারেশন লোটাসের কথা বলছেন, দেখবেন উনিই একদিন লোটাসে ঢুকে পরবেন। পার্থ ভৌমিক ইস্যুতে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, পার্থ ভৌমিক তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ দলে আছেন। তৃণমূলকে যারা শেষ করার চেষ্টা করছেন, তাদের সঙ্গে তাঁর তো কোনও সমস্যা নেই। তাঁর কথায়, তৃণমূলকে যারা শেষ করবে, তাঁরা তাঁর বন্ধু। আর যারা তৃণমূলের সঙ্গে আছেন। তাঁরা তাঁর শত্রু। অভিষেক ব্যানার্জিকে নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, দেখ কেমন লাগে। প্রসঙ্গত, এদিন ব্যারাকপুর ওয়ালেস গেট সংলগ্ন জেলা কার্যালয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বারো বছর বিশ্বাসের, উন্নয়নের, জনকল্যাণের, এই উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী প্রমুখ।

মদন মিত্রের ফোন ফরেনসিকে পাঠাল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে পাওয়া মোবাইল ফোন ফরেনসিককে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পাশাপাশি ইডির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কামারহাটির বিধায়কের দক্ষিণেশ্বরের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত নথি উদ্ধার হয়েছে। ভবানীপুর বাড়ি থেকেও কয়েকটি অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য উদ্ধার হয়েছে। জোকার ফ্ল্যাট থেকে একাধিক নথি উদ্ধার হয়েছে। বেশকিছু ব্যবসায়ীর মোবাইল নম্বরও মিলেছে।

শনিবার সকালেই মদন মিত্রের বাসভবন-সহ একাধিক জায়গায় হানা দেয় ইডি। সূত্রের খবর, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল নেতা মদন মিত্রের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। ভবানীপুরের বাড়ির পাশাপাশি, জোকায় মদন মিত্রর পুরানো ফ্ল্যাটেও যায় ওই সংস্থা। সকাল আনুমানিক ৭ টা নাগাদ আসেন কেন্দ্রীয় সংস্থা। দুপুর তিনটে নাগাদ বেরিয়ে যান তাঁরা। প্রায় আট ঘণ্টা চলে তল্লাশি অভিযান। তালা ভেঙে ঢুকতে হয় ইডির আধিকারিকদের। একটি নতুন তালাও লাগিয়ে দেওয়া হয় মদন মিত্রের ফ্ল্যাটে। তবে ফ্ল্যাট থেকে কিছু পাওয়া যায়নি। মদন মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কামারহাটি-সহ একাধিক পুরসভায় বিভিন্ন পদে বেআইনিভাবে নিয়োগ করে দিয়েছিলেন মদন। তার জন্য ঘুষ নিয়েছিলেন। ইডি জানতে পেরেছে, পুরসভায় ১২৫টিরও বেশি বেআইনি নিয়োগের সঙ্গে মদনের যোগ রয়েছে।

এদিকে ইডি সূত্রের খবর, ২০২৩ সালের ১৯ মার্চ অয়ন শীলের অফিস থেকে অন্তত ৬০টি পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত নথি ও চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা উদ্ধার হয়। অফিস থেকে উদ্ধার হয় শতাধিক ওএমআর শিট। যার মধ্যে বেশ কিছু শিট 'ফাঁকা' ছিল। সেই সময়েই সামনে আসে কামারহটি ও অন্যান্য পুরসভার নাম। সেই সূত্র ধরেই স্ক্যানারে মদন মিত্র। এর আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতে মদন মিত্রর ভবানীপুরের বাড়িতে পৌঁছয় সিবিআই।

সব্যসাচীকে ঘিরে ফের বিক্ষোভ বিধাননগর ওয়ার্ড কার্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিধাননগর পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সব্যসাচী দত্তকে। তাঁকে ঘিরে এরপর দেখানো হয় বিক্ষোভ। ছোড়া হয় পচা ডিম থেকে শুরু করে টোমাটো আর গোবরও। এই ঘটনায় বিক্ষোভকারীরা জানান, তাঁরা এলাকারই বাসিন্দা ও দোকানদার।

ধৃত সব্যসাচীকে নিয়ে রবিবার একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। বিধাননগর পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সব্যসাচী। এদিন ওয়ার্ড কার্যালয়ে আনা হয় ধৃত তৃণমূল নেতাকে। তাঁকে ওয়ার্ড কার্যালয়ে আনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনেকেই সেখানে অনেকে উপস্থিত হন। তাঁদের অনেকের হাতেই ডিম দেখা যায়।

সব্যসাচীকে নিয়ে পুলিশ পৌঁছতেই 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ সব্যসাচীকে নিয়ে ওয়ার্ড কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকে যায়। কিছুক্ষণ পর পুলিশকর্মীরা বিভিন্ন কাগজপত্র নিয়ে এসে গাড়িতে তোলেন। এরপর সব্যসাচীকে যখন ওয়ার্ড কার্যালয় থেকে বের করে আনা হয়, তখন বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ডিম যাতে ধৃত তৃণমূল নেতার গায়ে না লাগে, তার জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়ান পুলিশকর্মীরা। তার মধ্যেই ডিম ছুড়তে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। সব্যসাচী গাড়িতে ঢুকে পড়ার পর একজন মহিলা রীতিমতো গাড়ির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ডিম ছুড়ে বেরিয়ে আসেন।

এদিন সব্যসাচীকে ডিম ছোড়ার কারণ জানতে চাওয়ায় ক্ষোভ উগরে বিক্ষোভকারীরা বলেন, 'আমাদের এখানে দোকান রয়েছে। সব্যসাচীর লোকজন মাসে কারও কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা, কারও কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা করে তোলা নিত। আর তোলা না দিলে মারধর করতে যেত। সেজন্য ডিম নিয়ে এসেছি।' যদিও এদিন পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে সব্যসাচী দাবি করেন, 'যাঁরা ডিম ছুড়ছেন, তাঁরা কেউ এই ওয়ার্ডের নয়। সবাই বাইরের। উদ্দেশ্য নিয়ে এসব করছে।'

প্রসঙ্গত, গত ৮ জুন গভীর রাতে সব্যসাচীকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের করেন মধুসূদন চক্রবর্তী নামে এক ব্যবসায়ী। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক কোটি টাকা তোলা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক সব্যসাচীর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে এদিন সব্যসাচী বলেন, 'চোরের মায়ের বড় গলা। তাঁর নামে চারটে মামলা রয়েছে।' আদালতেই সব প্রমাণ হবে বলে তিনি দাবি করেন। এদিন সব্যসাচী দত্তকে নিয়ে রাজারহাট-গোপালপুরের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাটেও যায় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ।

গ্রেপ্তার বেলেঘাটার 'ত্রাস' রাজু নস্করের চার সঙ্গী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রেপ্তার বেলেঘাটার 'ত্রাস' রাজু নস্করের চার সঙ্গী। শনিবার রাতে তাদের অস্ত্রআইনে গ্রেপ্তার করে গুন্ডাদমন শাখার পুলিশ। শ্যামপুকুর থানায় অস্ত্র আইনের অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের নাম শ্যামল বসু, রাজু সাহা, বিভাস দাস এবং রাজেশ মল্লিক। এরা প্রত্যেকেই বেলেঘাটা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৫(১)(এ) ও ২৯ ধারায় রয়েছে অর্থাৎ বেআইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত এবং বিক্রির চেষ্টা -সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, বেলেঘাটার ত্রাস রাজু নস্কর স্থানীয় স্তরের তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত। তিনি প্রমোটার হিসাবে কাজ করেন বলে জানা গিয়েছে। তার সঙ্গে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার যোগ সূত্র রয়েছে বলে জানা যায়। এই রাজুকে লালবাজারের গুন্ডাদমন শাখা ও বেলেঘাটার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বলে রাখা ভালো, গত ফেব্রুয়ারি মাসে বেলেঘাটার এক বাসিন্দাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে। সেই সময় রাজুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার তৈরি করা আবাসনগুলি বেআইনি বলেও অভিযোগ ওঠে। তার নির্মীয়মাণ বহুতলে চলে বুলডোজারও। পরে তিনি জামিন পেয়ে যান। সরকার বদলের পর থেকে তিনি গায়েব। এবার গ্রেপ্তার হল তার চার শাগরেদ।

কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষা এলেও এখনই ভারী বৃষ্টি নয় দক্ষিণবঙ্গে। আপাতত স্থানীয় মেঘের বৃষ্টিই ভরসা দক্ষিণবঙ্গের, বলছে আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতাতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যদিকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে।

তবে আগত নতুন সপ্তাহের জন্য স্বস্তির খবর দিল হাওয়া অফিস। জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়ার দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যেই রাজ্যের বাকি অংশে বর্ষা প্রবেশ করতে চলেছে। সেইসঙ্গে সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে রাজ্যের সব জেলাতেই আগামী কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় আবহাওয়া পরিবর্তনের এই অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, অনুকূল পরিস্থিতির কারণে আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশার কিছু অংশেও বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া, পাকিস্তান থেকে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগঢ়, ঝাড়খণ্ড, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। তার ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে স্থলভাগে। তাই ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। সাধারণ ভাবে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করে ১০ জুন। এবার ১২ থেকে ১৩ জুনের মধ্যে বর্ষা ঢুকেছে।

দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে চলতে পারে বজ্রপাতও। মৌসম ভবন জানিয়েছে, পুরুলিয়া বাদে দক্ষিণবঙ্গের বাকি অংশে বর্ষা প্রবেশ করেছে। পুরুলিয়াতেও বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যেই দক্ষিণের ওই অবশিষ্ট অংশে বর্ষা ঢুকে যাবে। তারপর বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে। রবিবার হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামেও ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সোমবার বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা রয়েছে। হুগলিতে ঝড় হতে পারে বুধবারও। এছাড়া, নদিয়ায় বুধবার পর্যন্ত টানা ঝড়বৃষ্টি চলবে। এছাড়া পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে রবিবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত টানা এক সপ্তাহ ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঝড়বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা খুব একটা হেরফের হবে না। আগামী সাতদিন তাপমাত্রা বর্তমানের মতোই স্থিতিশীল থাকবে। আপাতত সমুদ্র উপকূলে কোনও বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়নি। এই বৃষ্টির জেরে তীব্র গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি মিললেও, বাতাসে অতিমাত্রায় আর্দ্রতা থাকার কারণে ভ্যাপসা গরম কিন্তু পুরোপুরি কাটবে না। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি পুরোপুরি বজায় থাকবে বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ ডিগ্রি বেশি।

মধ্যবিত্তের পকেটে টান, ডিমের দাম ছাড়াল দু'শোর গণ্ডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাধারণ মধ্যবিত্তের কাছে ডিম এখন প্রোটিনের বড় উৎস। অথচ এই ডিম কিনতে গিয়ে পকেটে টান পড়ছে মধ্যবিত্তদের। কারণ, গত দুই সপ্তাহে লাগাম ছাড়া দাম বৃদ্ধিতে রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠছে আম জনতার। ডিমের দাম বাড়ার ফলে কাটছাঁট করতে হচ্ছে বাড়ির হেঁশেলেও। ন্যাশনাল এগ কোঅর্ডিনেশন কমিটির দেওয়া তথ্য বলছে, মাত্র ১০ দিন আগেই কলকাতায় পাইকারি বাজারে ডিমের ট্রের এক একটির দাম ছিল ১৮৬ টাকা। খুচরো বাজারে সেই রেট ছিল ২০০- ২০৫ টাকার মধ্যে। কিন্তু শেষ ১০ দিনে বদলে গিয়েছে হিসেব। রবিবার কলকাতায় পাইকারি বাজারে ডিমের ট্রে বিকিয়েছে ২০৬ টাকা দরে। অন্যদিকে, খুচরো বাজারে ডিমের ট্রে-র দাম রয়েছে ২২০- ২২৫ টাকা। ফলে পাড়ার মুদি দোকানগুলিতে ডিমের জোড়া রয়েছে ১৫ থেকে ১৬ টাকা। এক পিস ডিম কিনতে ৮ টাকা দিতে হচ্ছে ক্রেতাকে।

এদিকে ডিমের দাম বৃদ্ধির পিছনে অনেকেই 'রাজনৈতিক কারণ' খুঁজছেন। আসলে প্রায় এক মাস আগে বাংলায় সামনে এসেছে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। আর সেই রেজাল্টের ধাক্কায় উল্টে গিয়েছে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের গদি। সরকার পড়তেই তৃণমূলের একের পর এক নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ সামনে আসছে। পাকড়াও হচ্ছেন নেতা-মন্ত্রীরাও। ছাই চাপা আগুনের মতোই জমে থাকা ক্ষোভও উগরে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বহু জায়গাতেই ডিম ছুড়ে মারা হচ্ছে তৃণমূল নেতাদের দিকে। আর এ নিয়ে বিজেপি নেতাদের একাংশ রসিকতার সুরেই বলছেন, এই কারণেই নাকি বেড়ে গিয়েছে ডিমের দাম। কেউ আবার বলছেন অত্যাধিক গরমের কারণে প্রোডাকশন কম, তাই ডিমের দামে আগুন। ক্রেতারা মজার ছলে অনেকেই বলছেন, 'কেন এত বাড়ছে বুঝতে পারছি না। অনেকে তো আবার বলছে পচা ডিমের দাম বেশি। তবে গরমের জন্যও ডিমের প্রোডাকশন তো অনেক কমে যায়। সেই জন্যও ডিমের দাম বাড়তে পারে।'

এই প্রসঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ফেডারেশনের সভাপতি মদন মাইতি জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রতিদিন সাড়ে ৪ কোটি ডিম কেনেন। এদিকে কাঁচামালে মূল্যবৃদ্ধির গ্রাফ গত কয়েক মাসে ঊর্ধ্বমুখী। গত একমাসে পোলট্রি খাতে কাঁচামালের দাম ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণেই চাষিদের খরচ বেড়েছে। এখন ডিম উৎপাদনে যা খরচ হচ্ছে, তাতে ডিমের দাম ৮ টাকা না হলে কৃষকদের লাভ থাকছে না। পাশাপাশি গরমের সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই উৎপাদন কিছুটা কম, সেই কারণেই ডিমের দাম চড়া রয়েছে।'

ডিম বিক্রেতাদের গলাতেও প্রায় একই সুর। তাঁরা জানান, 'কয়েকদিন আগেও তো ট্রে'র দাম অনেক কম ছিল। এখন তো ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আগে পিস যেখানে ৬ টাকায় ছিল সেটাই এখন সাড়ে সাত টাকা। আসলে মার্কেটে ডিম কম আছে। প্রোডাকশন কমেছে। ডিম ছোড়া হচ্ছে বলে যেটা সবাই বলছে ওটা আদৌ কোনও ফ্যাক্টর নয়। আসলে নতুন মুরগি ফার্মে এখন অনেক বেশি। তারা সব ডিম দিতে শুরু করেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে ঘাটতি আছে। আর সেই কারণেই বেড়েছে ডিমের দাম।'

সম্পাদকীয়

আশা জাগাচ্ছে একমাসে মুখ্যমন্ত্রীর দশ দফা দাওয়াই

৯ মে শপথ নিয়েছিলেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারপর প্রায় এক মাস কেটেছে। এই এক মাসে শিল্পায়ন থেকে কর্মসংস্থান, বেআইনি দখলমুক্তি থেকে পুজো অনুদান, সরকারের কাজ ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। আর তাতেই আশা জাগছে এই সরকারকে নিয়ে। এবার এক এক করে দেখে নেওয়া যাক, সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন, নতুন সরকার গঠনের পর দুটো চেষ্টা হয়েছিল, আসানসোল ও পার্ক সার্কাস। তারপর থেকে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, আর পাবেনও না। সে রকম হলে আমার থেকে খারাপ কাউকে দেখতে পাবেন না। এত স্পষ্ট করে এই কথাটা কেউ এতদিন বলতে পারেননি। তারপর শিল্প নিয়ে বলেন, টাটাকে এখানে আনবো আমরা। তবে সিঙ্গুরের জমির মালিকানা সরকারের নেই। গত সরকার তা ওখানকার কৃষকদের দিয়ে দিয়েছে। ওই মাটির চরিত্র বদলে গিয়েছে। 'শিল্প আনছি', দেখানোর নামে আমি পূর্বতন সরকারের মতো মিথ্যাচার আর ফটো সেশন চাই না। আমি দেখে নিতে চাই, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তোলার জন্য কে আসছেন, আর কিছু করার জন্য কে আসছেন বাংলায়।।শিল্পবান্ধব ও মানুষের কর্মসংস্থান হবে বুঝলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জমি দিতে এগিয়ে আসবেন। সিপিএমের মতো নন্দীগ্রাম করতে হবে না, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সব তালাচাবি দিতেও হবে না। তিনি আরও বলেছেন রাজ্যে শিল্পের জন্য জমি পাওয়া কোনও সমস্যাই নয়। এছাড়া রাস্তাঘাট, ফুটপাত দখল নিয়েও কড়া বার্তা রয়েছে। তিনি জানান, ফুটপাত দিয়ে হাঁটার অধিকার জনগণের রয়েছে। সেই ফুটপাতকে দখল করার অধিকার কারও নেই। নিউ মার্কেটের রাস্তা দখল হয়ে যাবে, রাজাবাজার বেহাত হয়ে যাবে, খিদিরপুর থেকে মেটিয়াবুরুজে যা ইচ্ছে করবেন, এর জন্য মানুষ আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেনি। রাজ্যে বেকারত্ব দূর করতে প্রথম কাজ হল, সমস্ত সরকারি শূন্য পদে যোগ্য ও মেধাবীদের নিয়োগ করা। পুলিশ থেকে শিক্ষক সব ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ করা হবে। দুর্গাপুজোয় যাদের অনুদান দরকার নেই, তারা পাবে কেন? যাদের দরকার আছে সরকার নিশ্চয়ই তাদের কথা ভাববে।

শব্দছক ১৮৯

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. দেওয়ালি উৎসব ৪. নারিকেলের পূর্বাবস্থা ৬. চিঠি ৭. সপ্তাহের তৃতীয় বার ৯. তরবারি ১০. শক্তি ১১. বাঙালী হিন্দু জাতির অন্তর্ভূক্ত নয়টি শ্রেনী ১২. নিয়ম বহির্ভূত ১৪. রক্ষাকারী ১৫. ঘৃণা প্রকাশ করার ভাব শব্দ ১৬. রসজ্ঞান সমৃদ্ধা নারী ১৭. শরতের বিশেষ বড় সাদা ফুল ১৮. কদম ফুল ১৯. মারদাঙ্গার ফলে রক্তক্ষরণ

ওপর-নিচ: ১. প্রদীপ রাখার বেদী ২. জিনিষপত্র রাখার আধার ৩. তমোগুণ সম্বন্ধিত ৫. মহিলা ৮. লক্ষ লক্ষ রত্ন মানিক ৯. অশান্তি সৃষ্টিকারী ১২. আইন মোতাবেক ক্ষমতা ১৩. যে শক্তি মন্ত্র দ্বারা প্রাপ্ত ১৪. রাত্রি ১৭. বিপদ

সমাধান ১৮৮ — পাশাপাশি: ১. বনফুল ৩. সাধক ৫. বাধা ৬. পালতোলা ৯. খানা ১০. গভির ১১. রণন ১৩. সৎ ১৪. চিরায়ত ১৮. পথ্য ১৯. সম্পত্তি ২০. ধান্যক

ওপর-নিচ: ১. বক্ষ ২. ফুলেল ৩. সাধা ৪. কর্ম ৫. বালা ৬. পানা ৭. তোরণ ৮. অভিনয় ৯. খালি ১১. বুৎপত্তি ১২. নচি ১৫. রাজন্য ১৬. তপ্ত ১৭. ঘাম

আজকের দিন

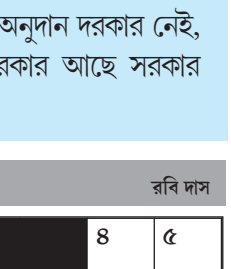

- ১৭৫২ — বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে বজ্রপাত হলো বিদ্যু।
- ১৯৭৭ — ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর স্পেনে প্রথম অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৯৬ — আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে ট্রাক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।

জন্মদিন

১৯২৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও গায়িকা সুরাইয়ার জন্মদিন।*

১৯৩৭ *বিশিষ্ট প্রতিবাদী রাজনৈতিক নেতা আন্না হাজারের জন্মদিন।*

১৯৫০ *বিশিষ্ট ইস্পাত উদ্যোগপতি লক্ষ্মী মিত্তালের জন্মদিন।*

আন্না হাজারে

বাংলায় 'ডিম-বিপ্লব', কাটমানির বিরুদ্ধে ক্ষোভে তৃণমূল নেতাদের ওপর একনাগাড়ে ডিম হামলা

রাজীব মুখোপাধ্যায়

২০২৬ সালের মে ও জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক নজিরবিহীন ও অভিনব প্রতিবাদের চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের পর দুর্নীতি, তোলাবাজি ও 'কাটমানি' কেলেঙ্কারির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষস্তরের নেতা থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে সাধারণ মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে 'পচা ডিম', টমেটো ও গোবর ছুড়ে মারছে। বাংলায় এতদিন ধরে চলে আসা বোমাবাজি, ভাঙচুর বা সশস্ত্র রাজনৈতিক হিংসার রক্তক্ষয়ী পথ ছেড়ে, আমজনতা এখন বেছে নিয়েছে চূড়ান্ত মনস্তাত্ত্বিক অপমানের এক অহিংস হাতিয়ার, যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন বাংলার নব্য 'ডিম-বিপ্লব'। তবে এই প্রতিবাদ কিন্তু হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। নেতাদের দম্ভ চূর্ণ করতে এবং সামাজিক ঘৃণা প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে পচা ডিম ছুড়ে মারার এই ইতিহাসের শিকড় জড়িয়ে আছে বিশ্ব রাজনীতির শত শত বছরের পুরোনো ঐতিহ্যের মধ্যেই।

রাজনৈতিক নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ইতিহাস শত শত বছরের পুরোনো। প্রাণঘাতী নয়, তবে এটি তীব্র সামাজিক অপমান ও ঘৃণা দেখানোর অহিংস হাতিয়ার।

প্রাচীন রোম ও মধ্যযুগ

খ্রিস্টাব্দ ৬৩ অব্দে রোমান গভর্নর ভেসপাসিয়ানের দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে জনতা তাঁর দিকে টার্নিপ ছুড়েছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে অপরাধীকে স্টকস-পিলোরিতে আটকে রাখলে মানুষ পচা ডিম ও পচা খাবার ছুড়ত।

এলিজাবেথীয় থিয়েটার ও সাহিত্য

- ১৬শ শতকে ব্রিটেনের থিয়েটারে খারাপ অভিনয়ে দর্শক মঞ্চে পচা ডিম ছুড়ত। জর্জ এলিয়টের 'মিডলমার্চ'-এ
- ১৮৩০-এর দশকের প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীর ওপর পচা ডিম ছোড়ার বর্ণনা আছে।

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে রূপান্তর

- ১৯১০ সালে ভোটাধিকার আন্দোলনকারী ইথেল মুরহেড তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলের দিকে ডিম ছুড়েছিলেন। ১৯১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিলি হিউজেস রেল স্টেশনে বক্তব্যের সময় এই ডিমের শিকার হন। ঘটনার জেরে সে দেশে তারপর ফেডারেল পুলিশ গঠিত হয়।

আধুনিক বিশ্ব

২০০৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর নির্বাচনের প্রচারে আর্নল্ড সোয়ার্জনেগারের গায়ে ডিম লাগে। তিনি রসিকতা করে বলেন, তলোকটি বোধহয় আমাকে বেকন দিতে ভুলে গেছে!দ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটেনের রাজা চার্লস, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁও এই ডিম হামলার শিকার হয়েছেন। ডিম জনপ্রিয় কারণ সস্তা, সহজে বহনযোগ্য, শারীরিক ক্ষতি ছাড়াই অপমান করে, পোশাকে দাগ ও গন্ধে অস্বস্তি তৈরি করে, আর সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তে ভাইরাল হয়।

২০২৬ সালের মে-জুন

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর দুর্নীতি, তোলাবাজি ও 'কাটমানি'র অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ ও স্থানীয় নেতাদের ওপর ক্ষুব্ধ জনতার পচা ডিম ছোড়ার ধারা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন তুলেছে। রাজ্যের পরিচিত বোমাশিল্প আজকে ডিম, টমেটো, গোবর ছোড়ার শিল্পে পরিণত হয়েছে।

প্রধান ঘটনাগুলো

- **৩০ মে, ২০২৬:** দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় ও তাকে লক্ষ্য করে পাথর, জুতো ও পচা ডিম ছোড়া হয়। নিজের আত্মরক্ষায় তাঁকে তৎক্ষণাৎ পুলিশি হেলমেট পরতে হয়।
- **৬ জুন, ২০২৬:** উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে সরকারি সফর চলাকালীন তৃণমূলের বর্ষীয়ান বিধায়ক মদন মিত্রের গাড়ি ঘিরে তচোর চোরদ স্লোগান ও ঝাঁকে ঝাঁকে ডিম ছোড়া হয়। গাড়ির জানলা বন্ধ থাকার কারণে সরাসরি আঘাত থেকে বাঁচলেও পুরো গাড়ি ডিমে লেপ্টে যায়, সেইদিনের কর্মসূচি বাতিল করে তাকে ফিরে যেতে হয়।
- **৭ জুন, ২০২৬:** তোলাবাজির অভিযোগে কলকাতা পুলিশ দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়া ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে পাটুলি থানা থেকে আলিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় শত শত মানুষ তাঁর দিকে ডিম ছোড়েন। সেই পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ ফাইবার শিল্ড ব্যবহার করে।
- **৯ জুন, ২০২৬:** বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র তথা তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে ১ কোটি টাকার বেশি তোলাবাজি ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। বিধাননগর নর্থ থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় উত্তেজিত জনতা তাঁর ওপর পচা ডিম, পচা টমেটো ও গোবর ছোড়ে।
- **৫-৮ জুন, ২০২৬:** হাওড়ার শ্যামপুরের আমরদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগে বাড়ি লক্ষ্য করে পচা ডিম ছোড়া হয়। বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেনের বিরুদ্ধে জমি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে বাড়ির সামনে ঝাঁটা, পচা ডিম ও গোবরের বালতি নিয়ে শয়ে শয়ে মহিলা বিক্ষোভ দেখান।

তবে ডিম হামলা বেড়ে যাওয়ায় গ্রেপ্তার বা জনসমক্ষে বের হওয়া তৃণমূল নেতাদের সুরক্ষায় পুলিশকেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। এরমধ্যে আদালতের নির্দেশ ধৃত নেতাদের সুরক্ষা পুলিশকে দিতে হবে, এতে আরও চাপ বেড়েছে পুলিশের উপর। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর খোকন দাসসহ একাধিক ধৃত নেতাকে লকআপ বা থানা থেকে বার করার সময় পুলিশ নিজে থেকেই হেলমেট পরিয়ে দিচ্ছে, যাতে ডিম সরাসরি মুখে বা মাথায় না লাগে। ডিম হামলার আতঙ্কে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের পাশে 'তৃণমূল ভবন'-এ নির্ধারিত কাউন্সিলরদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও বাতিল করতে বাধ্য হয় মমতা বন্দোপাধ্যায়। কলকাতার কিছু এলাকায় স্থানীয় বাজারে সাধারণ মানুষ নেতাদের গায়ে মারার জন্য বেছে বেছে পচা ডিম খুঁজছেন। বিক্রেতারা প্রতি পিস পচা ডিম প্রায় ২০ টাকা দরে বিক্রি করছেন, এমন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল।

যদিও এই ঘটনাতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে কলকাতার নাগরিক সমাজ। শ্যামবাজার এলাকার বাসিন্দা ও স্কুল শিক্ষক সমরেশ ভট্টাচার্য (৫২) বলেন, 'হিংসাত্মক রাজনীতির চেয়ে এই প্রতিবাদ অনেক ভালো। বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষোভ মানেই বোমাবাজি, রক্তারক্তি, ভাঙচুর। সেই তুলনায় পচা ডিম ছোড়াটা সভ্য ও অহিংস। নেতারা কোটি কোটি টাকা কাটমানি ও তোলাবাজি করে পার পেয়ে যান, তখন আইনি ব্যবস্থার ওপর থেকে মানুষের ভরসা ওঠে যায়। সাধারণ মানুষ আর কত সহ্য করবে? এই ডিম হামলা ওই দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাদের অহংকার ও দম্ভের মুখে সজোরে চড় পড়ছে।' যদিও শোভাবাজারের বাসিন্দা গৃহবধূ অনিন্দিতা দাস (৩৪) বলেন, তত্ণমূলের স্থানীয় চুনোপুঁটি থেকে বড় নেতাদের দুর্নীতিতে আমরা সাধারণ মধ্যবিত্তদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। সরকারি কাজ বা ঘর তৈরির অনুমতি নিতে গেলেই সিন্ডিকেটের জুলুম চলত। তৃণমূল নেতাদের এই পরিণতি দেখে মনে হচ্ছে প্রকৃতি নিজের নিয়মে বিচার করছে। পুলিশ এখন নেতাদের বাঁচাতে হেলমেট পরাচ্ছে, এটা দেখে হাসি পাচ্ছে। তবে বাজার থেকে পচা ডিম চড়া দামে কিনে মারার চেয়ে সেই টাকা দিয়ে গরিবদের খাওয়ালে বেশি কাজে দিত।দ

বাগবাজার এলাকার বাসিন্দা ছোট ব্যবসায়ী সুব্রত পাল (৪৫) ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন,তনেতাদের ওপর রাগ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া সমর্থন করি না। আদালতের ট্রায়াল শেষ হওয়ার আগেই রাস্তায় ডিম, টমেটো বা গোবর ছোড়া মব জাস্টিস বা গণপিটুনির শামিল। আজ তৃণমূলের চোর নেতাদের মারা হচ্ছে, কাল অন্য দলের কোনও নেতার ওপরও এই হামলা হতে পারে। এই সংস্কৃতি কলকাতার মার্জিত ও সংস্কৃতিবান ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খায় না।দ

রাজ্যে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এটি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ নয়। এটা বিজেপি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে লোক ভাড়া করে দলীয় নেতাদের ওপর 'হেট ক্রাইম' বা ডিম হামলা করাচ্ছে, যা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চক্রান্ত। মদন মিত্রসহ বেশ কয়েকজন নেতা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

যদিও গেরুয়া শিবিরের দাবি, গত ১৫ বছর ধরে তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের সিন্ডিকেট রাজ, কাটমানি ও তোলাবাজিতে সাধারণ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। আইনি ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতায় নেতারা গ্রেপ্তার হতেই জনতা নির্ভয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে। একে তাঁরা তজনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধদ বলছে। রাজনৈতিক তর্কাতর্কির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিবাদের ইতিহাস রক্তক্ষয়ী হলেও, ২০২৬ সালের মে-জুনের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে 'পচা ডিম' এখন রাজ্যে এক শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার। পুলিশ বারবার আইন নিজের হাতে না নেওয়ার অনুরোধ জানালেও, তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় তা সব রাজনৈতিক দলের জন্যই যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ বলেই মনে করছে সব মহল।

জীবন্ত ব্যক্তির নামে কীভাবে একটি পাড়ার নামকরণ হল

নিরঞ্জন পাল

কৃষ্ণনগর শহরের শেষ প্রান্তে একটি অখ্যাত পাড়া- মানিকপাড়া। বহুদিন পর্যন্ত যে পাড়ার নাম কৃষ্ণনাগরিকদেরই অনেকে শোনেননি। কিছুদিন আগে একটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে - একটি বাচ্চা মেয়ে ঈশিতা মল্লিক খুনের ঘটনায় এই পাড়ার নামটা খ বরের কেন্দ্রস্থলে চলে আসে, যা মানিকপাড়ার বাসিন্দাদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক। ফের ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে আমাদেরই পাড়ার ছেলে তারকনাথ চ্যাটার্জী ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে ভোটের ময়দানে নামায় আমাদের পাড়ার নাম পুনরায় খবরের শিরোনামে চলে আসে। পরবর্তীতে তারকনাথ চ্যাটার্জি আমাদের সবার প্রিয় 'সন্টু' প্রায় ৮০ হাজার ভোটের মার্জিনে জয়লাভ করে আমাদের পাড়ার নাম কৃষ্ণনগরের গণ্ডি ছাড়িয়ে নদিয়া তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই পাড়ার নাম কিভাবে বর্তমানে জীবিত একজন ব্যক্তির নামে হলো সেই অজানা কথাই জানানোর জন্য এই চিঠি। আমাদের মানিকপাড়া বর্তমান কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। পাড়ার নামকরণ প্রসঙ্গে এই পাড়ারই প্রায় জন্ম লগ্নের দুই বাসিন্দা ৯২ বছর বয়সী দুই বন্ধু মনিন্দ্রকুমার রুদ্র এবং বনোয়ারি রায় যা বললেন তাতে সহমত এলাকার বর্তমান বয়স্ক আরো অনেকেই। সালটা ১৯৪৫, মোহিনী কুমার দে চাকুরী করতেন আবগারী দপ্তরে।* চাকুরী সূত্রে বদলি হয়ে এলেন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। কিছুদিন এদিক - ওদিক ভাড়া থাকার পর কৃষ্ণনগরের শেষপ্রান্তে জলঙ্গী নদীর ধারে একলপ্তে অনেকটা জমি কিনে ছোট্ট একটা বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করলেন। চতুর্দিক ফাঁকা শুনশান - বাড়ির সামনে দিয়ে ইটের কাঁচা রাস্তা চলে গেছে জলঙ্গি নদীর ঘাট পর্যন্ত, যে ঘাট দিয়ে সেই সময় মানুষ, গাড়ি ঘোড়া নদী পারাপার করত। তখনো দ্বিজেন্দ্র সেতু তৈরি হয়নি সেতুটি তৈরি হয় ১৯৬৪ সালে। তাই উত্তরবঙ্গের সাথে নদীয়ার যোগাযোগের মূল পথ ছিল এই ঘাটটি। চতুর্দিকে ঘন জঙ্গল, সন্ধ্যা নামলেই শিয়ালের হুক্কাহুয়া ডাকে কান পাতা দায়। ইলেকট্রিসিটি তখনও অধ। ইটের খোয়া ওঠা রাস্তা, বিষাক্ত পোকামাকড়ের সাথে বসবাস। ১৯৫৩ সাল নাগাদ মোহিনী বাবু তার পরিচিত কয়েকজনকে তার কেনা জমি থেকে প্লট করে নামমাত্র দামে বিক্রি করে দিলেন। গড়ে উঠলো একটা ছোট্ট জনপদ-একটা পাড়া। জায়গাটি আগে নগেন্দ্রনগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।* নগেন্দ্রনগর বিরাট এলাকা হওয়ায় চিঠিপত্র আদান-প্রদানে প্রয়োজন হয়ে পড়ল একটা আলাদা পাড়ার। কিন্তু পাড়ার নামকরণ কি হবে?* তখন সকলে মিলে ঠিক হলো এলাকার বাচ্চাদের নাম দিয়ে একটা লটারি করা হোক। পুঁচকে অশোক, শান্তি, সুশীল, মানিক, শ্যাম - সবার নাম দিয়ে একটা লটারি করা হলো। লটারিতে নাম উঠল ক্ষ্মমানিকক্ষ্ম এর। তারই নামানুসারে সকলের সম্মতিতে পাড়ার নামকরণ হলো ক্ষ্মমানিকপাড়াক্ষ্ম। সবাই মিলে কৃষ্ণনগর পৌরসভায় আবেদন জানালেন পাড়ার নতুন নামের জন্য। অনুমোদনও পাওয়া গেল। কৃষ্ণনগর পৌরসভায় ১৯৫৪- ৫৫ সালে মানিকপাড়ার নাম সরকারিভাবে নথিভুক্ত হলো। তখন থেকেই চিঠিপত্রের ঠিকানায় লেখা শুরু হলো ... মানিকপাড়া পোস্ট- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া। সেই ছোট্ট মানিক আজ প্রৌঢ়- প্রায় ৭৫ এর ঘরে পৌঁছেও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। জীবিত কালে কোন ব্যক্তির নামে আস্ত একটা পাড়ার নাম... জিজ্ঞেস করতেই প্রৌঢ় মানিক একগাল হেসে বলেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছে'।

কোট-আনকোট

বিদ্রোহীরা পরচুলো পরা অদ্ভুত টাইপের লোককে শুধু পেল তাই নয়, তাঁর সঙ্গে একের সঙ্গে এক ফ্রিতে মিলল একটি ভ্রাম্যমাণ বিউটি পার্লারও।

কুণাল ঘোষ, বিধায়ক, তৃণমূল কংগ্রেস

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাজ্যের মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা
তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদ রচনার, জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে তাঁর কাছে হেরেছিলেন বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছে তৃণমূল। লোকসভায় তৃণমূলের বিদ্রোহী ব্লকে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজ্যে এবার পালাবদল হতেই খানিক অন্য রূপেই ধরা দিচ্ছেন হুগলির সেলিব্রেটি সাংসদ। শোনা যাচ্ছে তিনি এবার রাজ্যের এক মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। তা নিয়েই জল্পনা রাজনৈতিক আঙিনায়। এদিকে ৪ মে ভোটের ফল ঘোষণার পর দেখা যায় গেরুয়া আবির মাখা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সেলফি তুলছেন হুগলির সাংসদ। তখনই জল্পনার সূত্রপাত হয়। এরইমধ্যে দিল্লিতে বিদ্রোহী সাংসদদের ব্লকে নাম লেখানোয় জল্পনা আরও তুঙ্গে ওঠে। সূত্রের খবর, এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকারকে ফোন করে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন রচনা। সুমনা আবার যে বিধানসভার বিধায়ক সেই বলাগড় বিধানসভা হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পরে। রচনা সুমনার অফিসে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বলে খবর। যদিও সাড়া দেননি সুমনা।

সুমনার সাফ কথা, 'উনি একজন সাংসদ। সৌজন্যের বার্তা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে পার্টি সবথেকে বড়। আমি আমার পার্টির বাইরে গাইডলাইনের বাইরে কিছু করতে পারব না। দল আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে সেভাবে চলেছি। আমার দল থেকে যদি বার্তা আসে নিশ্চয়ই আমি কথা বলব। কিন্তু আমার দল থেকে কোন নির্দেশ আসেনি।' এরপরেই তাঁর আরও সংযোজন, 'আমার বিধানসভার এক জনও কর্মী আমার কাছে সম্পদ। তাঁরা বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন। তাই যারা লড়াই করেছে তাদেরও প্রাধান্য দেওয়া দরকার। তাঁরা কি চাইছে বোঝা দরকার। আমার সঙ্গে অনেকে যোগাযোগ করতে চাইছে। কিন্তু আমাদের দলের যারা কার্যকর্তা রয়েছেন তাদের একটা মতামত নেওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজন। ওনার পিএ আমাকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন আমার কার্যালয়ে আসবেন। এখন আমার যারা কার্যকর্তা রয়েছেন তারা যেটা ভালো বুঝবেন সেটা করবেন।' অন্যদিকে এ বিষয়ে রচনাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর যৌতুক উদ্ধারে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় বিয়েতে দেওয়ার যৌতুক সামগ্রী উদ্ধার করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কলকাতার বিশাল পুলিশ বাহিনী কালনার শহরের জনৈক এক আইনজীবীর বাড়ি আসে। যাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, পার্থ কর নামের ওই আইনজীবীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছিল। সেই মতন কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী তাঁর বাড়িতে থাকা বিভিন্ন সোনা-সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করতে কলকাতা থেকে কালনায় আসে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ। কালনা শহরের শশীবালার স্কুল সংলগ্ন এলাকায় আইনজীবীর বাড়িতে এসে পৌঁছায়। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি করেও কোনো সামগ্রী উদ্ধার হয়নি বলেই জানা যায়। আইনজীবীর প্রাক্তন স্ত্রী বলেন, তিনি আদালতের রায় মেনে পুলিশকে সাথে করে নিয়ে তার বাড়িতে এসেছিলেন, কিন্তু কোনও জিনিসই পাননি। ঘটনা দেখে স্থানীয় এলাকাবাসিরাও হক চকিয়ে যায়। পরে তারা জানতে পারে এটি একটি পারিবারিক সমস্যার বিষয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই বাড়ির সামনে ভিড় জমতে শুরু করে। যদিও এই বিষয়ে আইনজীবীর পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ কিছুই বলতে চায় নি।

কাটমানি ফেরতের দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আবাস যোজনার টাকা ফেরত, কাটমানি টাকা ফেরত, বিজেপি কর্মীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় এই সমস্ত কাজ যে তৃণমূল নেতৃত্ব করেছে। তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই দাবিতে ভাতারের বড়বেলুন গ্রামের শতাধিক মানুষ থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন। জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বড়বেলুন গ্রামের বিজেপি কর্মী দের উপর ব্যাপক অত্যাচার করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নামে জোর করে টাকা আদায় করা হয়। বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার নাম করে বিজেপি কর্মীদের কাছে জরিমানা আদায় করা হয়। বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়। তাদের শাস্তির দাবিতে ভাতার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শতাধিক গ্রামবাসী। বিজেপি নেতা রাজকুমার হাজরা জানান, '২০১৬ সাল থেকে একাধিকবার অভিযোগ করা হয় ভাতার থানায়। প্রশাসনকে জানানোর পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা এই সরকারের প্রতি আস্থাশীল। আমাদের বিশ্বাস দোষীদের গ্রেপ্তার করবে পুলিশ।'

সুবর্ণরৈখিক ভাষার স্বীকৃতি ও সংস্কৃতি রক্ষার দাবিতে সরব জঙ্গলমহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বাংলার বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসংস্কৃতি। বিশ্বায়নের যুগে বহু ক্ষুদ্র ভাষা বিলুপ্তির ঝুঁকির মুখে পড়লেও সেগুলির সংরক্ষণ ও বিকাশে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, প্রসার এবং সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে রবিবার ঝাড়গ্রামের একটি বেসরকারি হোটেলে ঝাড়গ্রাম জেলার নবনির্বাচিত মন্ত্রী ও বিধায়কদের সংবর্ধনা জানাল 'সুবর্ণরৈখিক পরিবার'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো, নয়াগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অমিয় কিস্কু, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ এবং বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু। ভাষাপ্রেমী, সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে সুবর্ণরৈখিক পরিবারের সভাপতি মধু কর্মকার বিশিষ্ট পাল বলেন, 'ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবামূলক নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছি 'আমারকার আমারকার গর্ব'। এলাকার দুই মন্ত্রী ও দুই বিধায়কের উপস্থিতি আমাদের উৎসাহিত করেছে। তাঁরা সকলেই এই মাটির সন্তান। তাই তাঁদের হাত ধরে জঙ্গলমহলের উন্নয়নের পাশাপাশি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারও আরও এগিয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।' উল্লেখ্য, সুবর্ণরৈখিক ভাষা পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব সিংভূম এবং ওড়িশার সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত একটি কথ্য ভাষা। দীর্ঘদিন এর ভাষাটির স্বতন্ত্র পরিচয়, সাহিত্যচর্চা এবং সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ভাষাবিদদের একাংশের মতে, আঞ্চলিক ভাষা সংরক্ষণ একটি অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরিচয় রক্ষার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজেশ মাহাতো সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের উপর জোর দেন। তিনি সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়ে আশ্বাস দেন। বক্তব্যের একাংশে তিনি সুবর্ণরৈখিক ভাষায়ও উপস্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্যে মাতৃভাষার চর্চা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে ভাষার সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। নয়াগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অমিয় কিস্কুও তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ সুবর্ণরৈখিক ভাষায় দেন। ভাষার চর্চা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়েও নিজেদের ভাষাগত শিকড়কে ভুলে গেলে চলবে না।' অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলে ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের বক্তব্য। তিনি সম্পূর্ণ বক্তব্যই সুবর্ণরৈখিক ভাষায় রাখেন।' ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের কাজে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, 'কুড়মালি ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে রাজেশ মাহাতো যেমন লড়ছেন, আমিও আমার ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে লড়ব।' বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডুও ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

তৃণমূল কাউন্সিলর ও অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তৃণমূল কাউন্সিলর অর্ঘ রায় ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে হুগলির উত্তরপাড়ায় এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হামলার জেরে তাঁর হাত ও ঘাড়ে চোট লেগেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তবে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী সুস্থ রয়েছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্ঘ রায় উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'পুলিশকে বলেছি ব্যবস্থা নিতে।'

আরামবাগে ধৃত প্রাক্তন পুরপ্রধান স্বপন নন্দীকে লক্ষ্য করে ডিম, কালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কেরল থেকে ধৃত আরামবাগ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দীকে আরামবাগে নিয়ে আসতেই জনরোষের শিকার হলেন। আরামবাগ পুরসভায় গ্রিন সিটি দুর্নীতি মামলায় কেরল থেকে ধৃত প্রাক্তন পুরপ্রধান স্বপন নন্দীকে ডিমছোড়াপেটিতে স্বাগত জানাল আরামবাগ। তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম। এদিন হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে একটি টিম কেরল থেকে তাঁকে ধরে আনা হয়। এরপর বিকেলে পুলিশি ঘেরাটোপে ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় ধৃতকে আরামবাগের গৌরহাটি মোড় থেকে আরামবাগ থানা পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় রাস্তায় প্রচুর বিজেপি কর্মী-সমর্থক জড়ো হন। তারা প্রথমে পুলিশের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ধৃত স্বপন নন্দীকে গাড়ি থেকে নামাতেই ডিমবৃষ্টির পাশাপাশি 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকে তারা। ডিমের মধ্যে কালো রং ঢুকিয়ে ছোঁড়া হয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে যায় যে পুলিশ কোনওরকমে ধৃতকে দৌড় করিয়ে থানায় ঢুকিয়ে থানার মূল গেট বন্ধ করে দেয়। পুলিশের গায়েও লাগে ডিম ও কালি। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অবশেষে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী নিয়ে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তবে এদিন ব্যাপক ধস্তাধস্তি, ঠেলাঠেলি হয়। সাংবাদিকেরাও সেই ধাক্কায় উলটে পড়েও যান। আহত হন অনেকেই। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক জটিলাকার ধারণ করে। কোনও রকমে ধৃত তৃণমূল নেতাকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। যার অভিযোগের ভিত্তিতে স্বপন নন্দীকে গ্রেপ্তার করা হয় সেই আরামবাগ পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী বলেন, 'এই বিষয়ে আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা জনগণের বক্তব্য নাও।' অপরদিকে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'পাপ কখনও বাপকেও ছাড়ে না। জনরোষ থেকে এই ঘটনা ঘটেছে। আইন অনুযায়ী পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।' সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগে তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দীর গ্রেপ্তার করে আনার পরেই ধুন্ধুমারকাণ্ড।

কারখানার দূষণের প্রতিকার চেয়ে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার মেজিয়ায় এবার কারখানার দূষণের প্রতিবাদে পথে নামলো এলাকাবাসী। কারখানার কালো ধোঁয়ায় একেবারে নাভিঃশ্বাস দশা। বর্জ্য জলে নষ্ট হচ্ছে চাষ জমি। এক কথায় বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণে ওষ্ঠাগত প্রাণ এলাকাবাসীর। অভিযোগ জানিয়েও মেলেনি সুরাহা, অবশেষে এদিন কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো বাঁকুড়ার মেজিয়ার তারাপুর এলাকায় থাকা একটি বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানায়। তারাপুর, মেজিয়া, মাতাবেল, সরাকডিহি-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ অমিও স্টিল নামে ওই বেসরকারি কারখানাটির কালো ধোঁয়া গ্রাস করছে গ্রামের জলাশয়, পুকুর থেকে গোটা পরিবেশ। দূষিত বিষাক্ত ধোঁয়ায় আক্রান্ত হয়েছে বহু মানুষ। মাত্রাতিরিক্ত দূষণের প্রতিবাদে বারংবার প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি কোনও সুরাহা। অবশেষে এদিন তারাপুর গ্রামের মানুষজন মিছিল করে কারখানার গেটের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে কারখানা কর্তৃপক্ষকে দূষণ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। যতদিন না পর্যন্ত দূষণ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা। অন্যদিকে, কারখানা কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক জানান বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

চন্দ্রকোনা রোডে ভাঙা হল বিশ্ব বাংলা লোগো

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনা রোডের সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে থাকা বিগত রাজ্য সরকারের বিতর্কিত 'বিশ্ববাংলা' লোগোটি সরিয়ে দিল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের মনে জমে থাকা ক্ষোভকে মান্যতা দিয়ে বিজেপির এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রচার করতে প্রতীকের আদলে তৈরি লোগো বসানোর কাজে সরকারি অর্থ অপচয় করা উচিত নয়। এটি কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, বরং সরকারি সম্পত্তিকে দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে তার পবিত্রতা রক্ষা করার একটি সৎ ও আদর্শগত প্রচেষ্টা। বিজেপি কর্মীরা জানিয়েছেন, লোগোটি সরিয়ে সেখানে দেশের কোনও বরেণ্য মহাপুরুষের মূর্তি বা সর্বজনীন কোনও প্রতীক বসানো হবে, যা দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও অনুপ্রেরণাদায়ক হবে। বিজেপির এই গঠনমূলক চিন্তাভাবনাকে সাধারণ মান্যতা দিয়েছে। বিজেপির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় সাধারণ মানুষ বলছেন, বিজেপি নেতৃত্ব জনগণের প্রকৃত দাবিকে মর্যাদা দিয়ে বাস স্ট্যান্ডটিকে রাজনৈতিক কলঙ্কমুক্ত করেছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি বিজেপি কর্মীরাও সতর্ক রয়েছেন।

উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের নেতাদের বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়ায় এবার পোস্টার পড়লো বিচার চাই, হিসেব চাই এই দাবিতে! কাঁঠাল বাগান বাজার রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই পোস্টার। শনিবার সকালে পথ চলতি মানুষ বাজার যাওয়ার সময় চোখে পড়ে এই পোস্টার। পুরপ্রধান-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার ছবি দিয়ে এই পোস্টার। এলাকার মানুষ জানান দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত হওয়া উচিত এতে ভুল নেই। যদিও এই বিষয় তৃণমূল কংগ্রেসের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুব্রত মুখার্জী জানান, 'এই ধরনের পোস্টার রাজনীতি উত্তরপাড়ার মানুষ পছন্দ করে না, আমার সম্পত্তি নিয়ে লুকাবার কিছু নেই, এমনকি ইডি বা আয়কর দপ্তর থেকে পারলে আমার থেকে দেখে যেতে পারে।' যদিও কে বা কারা এই ধরনের পোস্টার দিল তা এখনো জানা যায়নি।

Bata

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L19201WB1931PLC007261

রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬

টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬। ফ্যাক্স: + ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮

ই-মেল: share.dept@bata.com । ওয়েবসাইট: www.bata.in

শেয়ার স্থানান্তরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 তারিখের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার ট্রান্সফার অনুরোধের নতুন লজমেন্ট/পুনঃলজমেন্টের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থাটি **৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, শুধুমাত্র সেইসব স্থানান্তর অনুরোধের জন্য যেখানে শেয়ার ট্রান্সফার ডিড ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে সম্পাদিত হয়েছিল, ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র উপলব্ধ থাকুক না কেন।** যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাঁদের শেয়ার হস্তান্তরের আবেদনপত্র, মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) সি ১০১, এমবেসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৮৩, ফোন নম্বর +৯১ ৮১০৮১১৬৭৬৭ ঠিকানায় জমা দিতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে স্থানান্তরকারীর কাছে জমা দেওয়া হবে, শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। এই সিকিউরিটিগুলি উক্ত লক-ইন সময়কালে স্থানান্তর/লিয়েন-মার্ক/অঙ্গীকার করা হবে না।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ১৩ জুন ২০২৬

সময়ে সময়ে সংশোধিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের মাস্টার ডিরেকশনস রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানি স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশনস ২০২৩ মেনে; এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে : **১) চন্দেরহাস ভরদ্বাজ,** ঠিকানা- বিএল-১২৮, ৩য় ফ্লোর এল ব্লক, হরি নগর, নতুন দিল্লি ১১০০৬৪, **২) পারুল শর্মা,** ঠিকানা- এইচ-১৯, আর্য সমাজ রোড, উত্তম নগর, নতুন দিল্লি ১১০০৫৯, **৩) চন্দেরহাস ভরদ্বাজ অ্যান্ড সন্স এইচইউএফ,** ঠিকানা- এইচ-১৯, আর্য সমাজ রোড, উত্তম নগর, নতুন দিল্লি ১১০০৫৯, **৪) দেব কুমার শর্মা,** ঠিকানা- দোকান নং জি-১, প্লট নং ৩, এলএসসি-১ মার্কেট, সেক্টর ৪ দ্বারকা, নতুন দিল্লি-১১০০৭৭, **৫) দেব কুমার শর্মা অ্যান্ড সন্স এইচইউএফ,** ঠিকানা- এ-২৪, প্রথম ফ্লোর, সেক্টর ৮ দ্বারকা, নতুন দিল্লি ১১০০৭৭, **৬) সাহিল কল্যাণী,** ঠিকানা- প্রথম ফ্লোর, প্লট নং ৫৯৯, ফেজ ভি, উদ্যোগ বিহার, সেক্টর ১৯, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা ১২২০১৬, **৭) সাহিল কল্যাণী এইচইউএফ,** ঠিকানা- প্রথম ফ্লোর, প্লট নং ৫৯৯, ফেজ ভি, উদ্যোগ বিহার, সেক্টর ১৯, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা ১২২০১৬, **৯) মোহিত কল্যাণী,** ঠিকানা- বাড়ি নং ৭২৮, সেক্টর-২১, পকেট-ই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, দুন্ডাহেরা, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ১২২০১৬, **১০) মোহিত কল্যাণী এইচইউএফ,** ঠিকানা- ৭২৮, সেক্টর-২১, পকেট-ই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, দুন্ডাহেরা, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ১২২০১৬, **১১) রবি কল্যাণী,** ঠিকানা- বাড়ি নং ৭২৮, সেক্টর-২১, পকেট-ই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, দুন্ডাহেরা, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ১২২০১৬, **১২) রবি কল্যাণী এইচইউএফ,** ঠিকানা- ৭২৮, সেক্টর-২১, পকেট-ই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, দুন্ডাহেরা, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ১২২০১৬, **১৩) কাশিশ তলোয়ার,** ঠিকানা- গলি নং ৫, রঘুবর পুরা নং ২, ১০/৩০০২, গান্ধী নগর এস.ও (পূর্ব দিল্লি), ১১০০৩১, **১৪) নেহা ওয়ালিয়া কল্যাণী,** ঠিকানা- ৮৭ বাড়ি নং ৭২৮, সেক্টর-২১, পকেট-ই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, দুন্ডাহেরা, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ১২২০১৬ এবং **১৫) সাক্ষী কল্যাণী,** ঠিকানা- বাড়ি নং ৭২৮, সেক্টর-২১, পকেট-ই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, দুন্ডাহেরা, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ১২২০১৬, যারা প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডার (এরপর সম্মিলিতভাবে "অধিগ্রহণকারী" হিসেবে উল্লেখিত), তারা **সুরেশ কুমার কেজরিওয়াল এবং নীলু কেজরিওয়াল** এবং তাদের সহযোগী/অধিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ, যারা কোম্পানির বর্তমান শেয়ারহোল্ডার (এখানে "বিক্রেতা" হিসেবে উল্লেখিত), তাদের কাছ থেকে **১, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৩**-এ অবস্থিত একটি বিদ্যমান নন-ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্স কোম্পানি, ত্রিবেণী বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (এরপর "কোম্পানি" হিসেবে উল্লেখিত)-এর সম্পূর্ণ শেয়ারহোল্ডিং (নিয়ন্ত্রণ) অধিগ্রহণ করবেন। এবং আরও **১) শ্রী অভিষেক পুরওয়াহ (ডিআইএন ১১৫৭৪০৮৮),** ঠিকানা- সিত-১৪৭, সেক্টর ৩১, নয়ডা, উত্তরপ্রদেশ-২০১৩০১, **২) শ্রী মোহিত কল্যাণী (ডিআইএন ১১৫৭৪০৯৩),** ঠিকানা- বাড়ি নং ৭২৮, পকেট ই, সেক্টর ২১, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স দুন্ডাহেরা, গুরগাঁও, হরিয়ানা ১২২০১৬ এবং **৩) শ্রীমতি নেহা ওয়ালিয়া কল্যাণী (ডিআইএন ১১৫৭৪১১১),** ঠিকানা- বাড়ি নং ৭২৮, পকেট ই, সেক্টর ২১, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স দুন্ডাহেরা, গুরগাঁও, হরিয়ানা ১২২০১৬ **কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হবেন এবং কোম্পানির বর্তমান ডিরেক্টর শ্রী সুরেশ কুমার কেজরিওয়াল (ডিআইএন ০০১২৫৮১২) এবং শ্রীমতি নীলু কেজরিওয়াল (ডিআইএন ০০১৯৩৩৯৪)**-এর কাছ থেকে পরিচালনাগত নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবেন, যার ফলে আগামী **০৯ ডিসেম্বর, ২০২৬** তারিখ বা তার আশেপাশে উপরোক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে কোম্পানির পরিচালনা উপরোক্ত অধিগ্রহণকারীদের কাছে স্থানান্তরিত এবং ন্যস্ত হবে।

এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি, বৈচিত্র্যকরণ এবং সম্প্রসারণ। এই অধিগ্রহণের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় অধিগ্রহণকারী, কোম্পানির বিক্রেতা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডিএনবিএস, ১৫, এন. এস. রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০০১-কে অবহিত করতে পারেন। কোম্পানি ইতিমধ্যে ০৯/০৬/২০২৬ তারিখের আরবিআই যোগাযোগের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ হস্তান্তর (নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন)-এর জন্য অনাপত্তিপত্র পেয়েছে এবং ০৯/০৬/২০২৬ তারিখের আরবিআই যোগাযোগের মাধ্যমে পরিচালনায় পরিবর্তনের জন্য পূর্বানুমোদন পেয়েছে। উপরে উল্লিখিত নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনায় পরিবর্তন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পর কার্যকর হবে।

উপরোক্ত অধিগ্রহণকারী, কোম্পানি এবং বিক্রেতাদের দ্বারা জারিকৃত

তারিখ : ১৩/০৬/২০২৬

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকারের সমক্ষে
রিজিওনাল ডিরেক্টর
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন (ইআর)
কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, ইন AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০ ১৩৫

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১৩(৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০(৬) (ক)-এর বিষয়ে

এবং

মেসার্স ঋষিকা ইনফ্রাপ্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, যার নিবন্ধিত কার্যালয় পি-৪৭, সি.আই.টি. রোড, স্কিম VII M, কলকাতা - ৭০০০৫৪, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, তার বিষয়ে

...আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানি ১২ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তাবলি অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**অসম রাজ্য**"-এ স্থানান্তর করতে পারে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, ইন AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে হস্তান্তর করতে বা করিয়ে দিতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লেখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে ও অনুমতিক্রমে
ঋষিকা ইনফ্রাপ্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
বাবুল নাথ
ডিরেক্টর
DIN : 06891380

তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ২য় ফ্লোর, কামালগাজী মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১০৩, ই-মেইল- **sbi.64202@sbi.co.in**

পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বারুইপুর** এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- এইচএলসি বারুইপুর এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ঋণগ্রহীতা (গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
শ্রী স্বপন কুমার সরকার পিতা- হরসিত কুমার সরকার এবং **শ্রী পিনাকী সরকার** পিতা- স্বপন কুমার সরকার।	মৌজা - জগন্নাথপুর, জে.এল. নং ৫১, আরএস নং ৪৪, তৌজি নং ২৭২, পরগনা মেদানমল্ল, খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৫০৬, ৫৩৫ ও ৫৩৬, এলআর দাগ নং ৫৫০ ও ৬১২, আরএস খতিয়ান নং ২৪০, ১৪২ ও ২৩০, এলআর খতিয়ান নং ১৫৪৯, হোল্ডিং নং ৩৩৯৭, জগন্নাথপুর, থানা- সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ৮, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-এ অবস্থিত কমবেশি ১১ কাঠা ১৯.৫৫ ডেসিমাল পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ সহ 'ছায়া অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত উক্ত ভবনের কমবেশি **১০৬০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ২য় ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব দিকের **ডি-২** নং স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- স্বপন কুমার সরকার এবং পিনাকী সরকার। ভবনের চৌহদ্দী নিম্নরূপ : উত্তরে :** দুর্গা ভবন। **দক্ষিণে :** ব্যক্তিগত ভবন। **পূর্বে :** ৩০'-০" চওড়া রাস্তা। **পশ্চিমে :** ফাঁকা জমি।	১) ০৭.০৪.২০২৬ ২) ১২.০৬.২০২৬ ৩)২২,২৫,৫১১/- টাকা (বাইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশো এগারো টাকা মাত্র) এবং ০২.০৪.২০২৬ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং এর উপর খরচ ইত্যাদি।
শ্রীমতি শঙ্করী ব্যানার্জী স্বামী- অমিতাভ ব্যানার্জী	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শঙ্করী ব্যানার্জী** কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১১১-এর অধীনে মৌজা কামডহরি, দাগ নং ৩৭ এবং খতিয়ান নং ২৬৮, জে.এল. নং ৪৯, প্রেমিসেস নং এ/১৬২/সি-৯, হরি সভা রোড, কলকাতা ৭০০০৮৪-তে অবস্থিত ব্যবহারের সমস্ত অধিকার সহ দুটি বেডরুম, ডাইনিং/ড্রয়িং রুম, রান্নাঘর, টয়লেট এবং বারান্দা বিশিষ্ট পি ১৩৩, উষা পার্ক, কলকাতা ৭০০০৮৪ **'সুভাদা অ্যাপার্টমেন্ট'** নামে পরিচিত **'সি'** নং চারতলা (জি + ৩) ভবনের কমবেশি **৮৮০ বর্গফুট** পরিমাপের দক্ষিণ পূর্ব দিকের ২য় ফ্লোরে সি/৯ নং স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **ভবনের চৌহদ্দী নিম্নরূপ : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, **দক্ষিণে :** ফাঁকা জমি এবং বাড়ি। **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। **পশ্চিমে :** ফাঁকা জমি এবং বাড়ি।	১) ৩১.০৩.২০২৬ ২) ১২.০৬.২০২৬ ৩)১৬,৩৪,৭৪৮/- টাকা (ষোলো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) এবং ২৫.০৩.২০২৬ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং এর উপর খরচ ইত্যাদি।

তারিখ-১২.০৬.২০২৬
স্থান- বারুইপুর

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
এলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস- কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) ও ৯ (১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঠাকুরপুকুর শাখা (সিকিউরড ক্রেডিটর)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৭.০৭.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **মেসার্স এসকেআর এন্টারপ্রাইজ (প্রোপ্রাইটরশিপ কনসার্ন / ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর- শ্রী অমিত সাধুখাঁ,** গ্রাম - আলিপুর, পোঃ - দক্ষিণ আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫০৩-এর কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া পাওনা **৩,২৪,৩১,৯৪৫.৬৫ টাকা (কথায় তিন কোটি চব্বিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স এসকেআর এন্টারপ্রাইজ (প্রোপ্রাইটরশিপ কনসার্ন / ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর- শ্রী অমিত সাধুখাঁ** গ্রাম - আলিপুর, পোঃ - দক্ষিণ আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩ ৫০৩। **২. শ্রী অমিত সাধুখাঁ (প্রোপ্রাইটর/ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টর / মর্টগেজর)** গ্রাম - আলিপুর, পোঃ - দক্ষিণ আলিপুর, থানা বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫০৩। **৩. শ্রী সুমিত সাধুখাঁ (গ্যারান্টর / মর্টগেজর)** গ্রাম - আলিপুর, পোঃ - দক্ষিণ আলিপুর, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫০৩। **খ) ঠাকুরপুকুর শাখা**	**বন্ধকীকৃত সম্পদ- নীচে বিস্তারিত জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধীন থানা এবং এ.ডি.এস.আর অফিস - বিষ্ণুপুর, কালেক্টর বাহাদুর, মৌজা - চাকাধীর, পরগনা - আজিমাবাদ, তৌজি নং ১১৩, জে.এল. ১০২, আর.এস নং ৪, সি.এস. খতিয়ান নং ১৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩১, খ. নং ১৫০, এল.আর. নং ৪৯৮, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ৬৭২, ৬৭৩, আর.এস এবং এল.আর দাগ নং ১৮২-এর অন্তর্গত দক্ষিণ গৌরীপুর চাকধীর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে ৪০ শতক পরিমাপের বাণিজ্যিক বাস্তু জমি, সাথে এর উপর নির্মিত একতলা কারখানা ভবন, প্রথম ফ্লোর এবং কাঠামো সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । সীমানা- উত্তরে- পঞ্চু রুইদাসের ফাঁকা জমি, দক্ষিণে- নিমাই সাধুখাঁর ফাঁকা জমি, পূর্বে- পঞ্চু রুইদাসের ফাঁকা জমি, পশ্চিমে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। **দায়বদ্ধ সম্পদ (প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি) :** অটোমেটিক ফিলিং মেশিন, অটোমেটিক চ্যামফারিং মেশিন, অটোমেটিক অ্যাডাপ্টার ফিটিং মেশিন, অটোমেটিক সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন, ডিএফ এবং রিফিল ব্যারেল মেশিনের জন্য স্ক্রেটেশন মেশিন, পোলো ব্যারেল মেশিনের জন্য স্ক্রেটেশন মেশিন, ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন, ডিএফ এবং রিফিল ব্যারেলের জন্য স্ক্রেটেশন মেশিন। সমস্ত আনুষাঙ্গিক সহ নতুন সংশোধিত অ্যাডভান্স মেশিন ক্রিস্টাল ব্যারেল ফয়েল মেশিন, ক্রিস্টাল ব্যারেল ফয়েল মেশিন, অটোমেটিক রিফিল মেশিন (২ ইন ১), সমস্ত আনুষাঙ্গিক সহ ডিএফ এবং রিফিল ব্যারেলের জন্য স্ক্রেটেশন মেশিন নতুন সংশোধিত হেভি ডিউটি মেশিন, পেন ক্যাব মোল্ডের ২৪ ক্যাভিটিস অটো ইনজেকশন মোল্ড, পেন ক্যাবের ২০ ক্যাভিটিস অটো ইনজেকশন মোল্ড, পেন ক্যাবের ৬৪ ক্যাভিটিস অটো ইনজেকশন মোল্ড, ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন প্রোটেক ১২০, ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন প্রোটেক ৯০।	৩,২৪,৩১,৯৪৫.৬৫ টাকা (তিন কোটি চব্বিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয়।	**ক) বন্ধকীকৃত সম্পদ- ৩,০৬,৬৩,৯৬৫.০০ টাকা (*)** (তিন কোটি ছয় লক্ষ তেষট্টি হাজার নয়শো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) **দায়বদ্ধ সম্পদ- ১,৫৫,৬৯,৪০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশো টাকা মাত্র) **খ) বন্ধকীকৃত সম্পদ- ৩০,৬৬,৩৯৬.৫০ টাকা** (ত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) **দায়বদ্ধ সম্পদ- ১৫,৫৬,৯৪০.০০ টাকা** (পনেরো লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শো চল্লিশ টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) বন্ধকীকৃত সম্পদ- IDIB7115498620 দায়বদ্ধ সম্পদ- IDIB7633360180** **ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ- ৯৪৭৬৪৫৬৩৮৫

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ- ১০.০৬.২০২৬ থেকে ২৬.০৭.২০২৬; সময়- সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়- তারিখ - ২৭.০৭.২০২৬, সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম- https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের হেল্পডেস্ক নং** ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com**-এ ই-মেইল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০-তে যোগাযোগ করুন।
https: //baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টর(গণ)/মর্টগেজর(গণ)-এর জন্যও একটি বিজ্ঞপ্তি

তারিখ- ০৮.০৬.২০২৬ / স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

খানাকুলে তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

১০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সরব বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রায় ১০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ধৃত খানাকুলের তৃণমূল নেতা তথা খানাকুলের চিংড়া সমবায় সমিতির ম্যানেজার প্রভুনাথ পোড়েলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংঘটিত মারধর, ভাঙচুর ও অশান্তির ঘটনায় দায়ের হওয়া একটি মামলার তদন্তে শুক্রবার তৃণমূল নেতা প্রভুনাথ পোড়েলকে গ্রেপ্তার করে খানাকুল থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে খানাকুলের চিংড়া

এলাকায় তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার তাঁকে কোর্টে তোলা হয়। এরপরই বিধায়ক তাঁর বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার আর্থিক তচরুপের অভিযোগ তোলেন। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে সমবায় সমিতিতে দুর্নীতির অভিযোগে বিজেপির ডেপুটেশনকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় খানাকুলের চিংড়া সমবায় সমিতিতে। পুলিশের সঙ্গে চলে বিজেপি কর্মীদের ধস্তাধস্তি। ডেপুটেশন দিতে চাষিরা যাতে না বেরোতে পারে, সেই জন্য বোমাবাজি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে ছিল। এর মূল মাথা ছিলেন ওই সমবায় সমিতির ম্যানেজার প্রভুনাথ পোড়েল। অভিযোগ, ২০১৭-১৮ বর্ষে খানাকুলের চিংড়া সমবায় সমিতি থেকে কিষান ক্রেডিট কার্ডের ঋণ হিসাবে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা তোলা হয়েছ। এবিষয়ে খানাকুলির বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘খানাকুলে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হল সমবায় দুর্নীতি। তৃণমূলের আমলে সমবায় গুলিতে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি হয়। সবচেয়ে বেশি আর্থিক দুর্নীতি হয় চিংড়া সমবায়ে। তৃণমূল নেতা তথা ওই সময়ের ম্যানেজার প্রভুনাথ পোড়েল প্রায় ১০ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপ করেন। তার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।’ সবমিলিয়ে তৃণমূল নেতা প্রভুনাথ গ্রেপ্তার হওয়ার পরই পুরনো আর্থিক দুর্নীতির মামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছেন খানাকুলের কৃষকেরা।

শিল্পের পথে বাধা দূর করতে উদ্যোগী রাজ্য: অগ্নিমিত্রা পল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শিল্পোদ্যোগীদের সমস্যা সমাধানে পূর্বতন সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে প্রাক-বাজেট বৈঠকে সরব হলেন রাজ্যের নগর উন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। রবিবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত বৈঠকে তিনি দাবি করেন, শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে ঘোষিত ‘সিঙ্গল উইন্ডো’ পরিষেবা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এরফলে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরতে হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের সমস্যার যথাযথ সমাধান মেলেনি। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই প্রাক-বাজেট বৈঠকে সাত জেলার শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন বণিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত-সহ সরকারের একাধিক প্রতিনিধি। বৈঠকে শিল্পদ্যোগীদের কাছ থেকে সরাসরি তাঁদের সমস্যা, দাবি ও পরামর্শ শোনেন মন্ত্রীরা। শিল্প-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথ সুগম করা এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমানোর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মতামত আগামী বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও জানানো হয়। মন্ত্রী বলেন, শিল্প ও ব্যবসার প্রসারে দ্রুত পরিষেবা প্রদান এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উদ্যোক্তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে তার বাস্তবসম্মত সমাধানের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জমির পাট্টার নামে তোলা আদায়

তৃণমূল নেতাকে ওমলেট খাইয়ে অভিনব প্রতিবাদ দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: জমির পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে দেখা গেল এক অভিনব প্রতিবাদ। বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলর শিপুল সাহাকে না পেয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এক স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে ডিমের ওমলেট খাইয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে শনিবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দুর্গাপুরের মহানন্দা কলোনি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় চার বছর আগে মহানন্দা কলোনি, বীরভানপুর ও সংলগ্ন এলাকার বহু বাসিন্দার কাছ থেকে সরকারি জমির পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। অভিযোগ, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কেউ জমির পাট্টা পাননি। এমনকি দেওয়া টাকাও ফেরত মেলেনি বলে দাবি স্থানীয়দের। শনিবার রাতে মহানন্দা কলোনির এক শিক্ষকের বাড়ি থেকে পাট্টা সংক্রান্ত বেশ কিছু পূরণ করা ফর্ম উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করেন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, ভোটের ফল প্রকাশের পর পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝে কিছু তৃণমূল নেতা ওই ফর্মগুলি সেখানে রেখে গিয়েছিলেন। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। হাতে ওই ফর্ম ও ঝাঁটা নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন তাঁরা। বিক্ষোভকারীরা এলাকায় ডেকে আনেন শিপুল সাহার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুকুমার চক্রবর্তীকে। তাঁকে প্রতীকীভাবে ডিমের ওমলেট খাইয়ে জমির পাট্টার নামে সংগৃহীত টাকার হিসাব চান বিক্ষোভকারীরা। যদিও সুকুমার চক্রবর্তী দাবি করেন, এই বিষয়ে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। বিষয়টি সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলেও জানান। তাঁর কথায়, ‘এই বিষয়ে শিপুল সাহাই বিস্তারিত বলতে পারবেন।’ ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জমির পাট্টার নামে টাকা তোলার অভিযোগের সত্যতা এবং উদ্ধার হওয়া ফর্মগুলির উৎস নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

পণের দাবিতে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পণের দাবিতে দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ উঠল জামাই-সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জামাই সঞ্জয় মণ্ডলকে আটক করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার আলাদিপুর এলাকায়। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রাধা দাস (২১)। প্রায় দশ মাস আগে চাঁচলের আলাদিপুর এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডলের সঙ্গে বিয়ে হয় রাধার। তাঁর বাবার বাড়ি রতুয়া থানার চাঁদপাড়া এলাকায়। মৃতের মা পদ্মা দাসের অভিযোগ, তার মেয়ে দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। বিয়ের পর থেকে মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের-অকারণে গন্ডগোল লেগে থাকত। গত বুধবার স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়িতে আসেন রাধা। পরদিন স্বামী বাড়ি চলে যান। শনিবার জরুরি কাজের কথা বলে রাধা বাড়ি ফিরতে বলে সঞ্জয়। তার মায়ের অভিযোগ, সন্ধ্যায় মেয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়। তার আধঘণ্টা বাদেই শুনি মেয়ে মারা গিয়েছে। মেয়েকে নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের মশালদহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খবর পেয়ে সেখানে যান মা পদ্মা দাস। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজন কারোরই দেখা মেলে নি। তখন মেয়ের শরীরে একাধিক আঘাতের পাশাপাশি গলায় কালশিটে দাগ ও দেহটি কাদামাখা ছিল বলে দেখতে পান তারা। ফলে মৃত্যুর আগে রাধা ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ছিলেন বলেও সন্দেহ পুলিশের। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত জামাইকে আটক করার পাশাপাশি অন্যদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়না তদন্তের রিপোর্টের পর মৃত্যুর বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা যাবে।

আসানসোলে খুব তাড়াতাড়ি ডিমোক্রেসি চালু হবে: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সরকার বদলের পর রাজ্যজুড়ে বিগত সরকারের ছোট থেকে বড় নেতাদের একের পর এক দুর্নীতি উঠে আসছে। ফাঁস হচ্ছে বিগত সরকারের মন্ত্রী, পুরসভা, কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েতে জনপ্রতিনিধিদের কুকীর্তি, দুর্নীতি।

প্রত্যেকদিন লাগাতার প্রশাসনিক অভিযানে গ্রেপ্তার হচ্ছে একাধিক এইরকম দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তরা। কিন্তু এইসব অভিযোগে অভিযুক্তদের আইনি পদক্ষেপের আগে ও পরে, শুরু হয়েছে জনগণের তৈরি নিজস্ব আইন, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ডিম থেরাপি’। পাড়ায় পাড়ায় অভিযুক্তদের লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়ছে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। এই ঘটনা থেকে বাদ যাননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে ডিম থেরাপি কতটা গ্রহণযোগ্য, এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘ভারতবর্ষে ডেমোক্রেসি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বর্তমানে ডেমোক্রেসির সাথে রাজ্যে শুরু হয়েছে ডিমোক্রেসি।’ ডিমের দোকানে গেলে দোকানদার জিজ্ঞেস করছে, ‘কোন ডিম নেবেন, খাবার ডিম না ছোঁড়ার ডিম? ছোঁড়ার ডিমের দাম, খাবার ডিমের থেকে বেশি। আসানসোল শিল্পাঞ্চলেও অনেক অনেক জনের জন্য এই ডিমোক্রেসির ছোবল অপেক্ষা করে আছে।’

রবিবার আসানসোলের বিজেপি জেলা কার্যালয়ে ‘প্রধানমন্ত্রীর ১২ বছর বিশ্বাসের-উন্নয়ন ও জনকল্যাণ’ বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিম বর্ধমান বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী ও জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিগত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে দেশের বহুমুখী জনকল্যাণ, সার্বিক উন্নয়ন ও ভবিষ্যতে রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। এরই সঙ্গে বিগত সরকারের দুর্নীতির পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তারা।

বালতি চুরি, ধৃত উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার গ্রেপ্তার পাণ্ডুয়ার এক মহিলা উপপ্রধান। পঞ্চায়েত থেকে সরকারি বালতি চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সরাইতিন্না পঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্বপ্না মণ্ডল। দিলীপ বিশ্বাস নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। রবিবার চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয় তাঁদের। যদিও অভিযুক্ত উপপ্রধান জানান, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি বালতি চুরি করেননি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার পাণ্ডুয়ার সরাইতিন্না জগন্নাথপাড়া এলাকার বাসিন্দা স্বপন দাস নামে এক ব্যক্তি সরাইতিন্না গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্বপ্না মণ্ডল ও দিলীপ বিশ্বাসের নামে পাণ্ডুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তদের বাড়ি ওই পঞ্চায়েতের জগন্নাথপাড়া এলাকাতেই। স্বপনের অভিযোগ, উপপ্রধান বর্জ্য ফেলার প্রচুর সরকারি বালতি পঞ্চায়েত থেকে চুরি করে দিলীপ বিশ্বাসের বাড়িতে রেখে দিয়েছেন। উপপ্রধানের উদ্দেশ্য, ওই বালতিগুলি পরে বিক্রি করে দেবেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দিলীপের বাড়ি থেকে ১৪০টি বালতি উদ্ধার হয়। সরকারি সম্পত্তি চুরির অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

সরকারি নির্দেশের তোয়াক্কা না করে রাস্তা ঢালাইয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: জেলা পরিষদের ঢালাই রাস্তা সরকারি নির্দেশের তোয়াক্কা না করে ঢালাই করার অভিযোগ তুলে সরব হল বিজেপি। কাটমানির অভিযোগ তুলল বিজেপি। ‘সরকারি নির্দেশ অনুসারে রাস্তা করার পক্ষে আমরাও’ জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান। উত্তর ২৪ পরগনার মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচপোতা গ্রামে জেলা পরিষদের আর্থিক অনুদানে একটি ঢালাই রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে। রবিবার দুপুরে স্থানীয়দের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগদার বিজেপি নেতা অমৃতলাল বিশ্বাস। রাস্তা ৬ ইঞ্চি মোটা করবার জন্য সরকারি নির্দেশ রয়েছে কিন্তু সেখানে করা হচ্ছে ৪ ইঞ্চি এবং সঠিকভাবে বালি, সিমেন্ট, পাথর দেওয়া হচ্ছেনা সেই অভিযোগ নিয়ে নির্মাণের দায়িত্ব থাকা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন সঠিকভাবে করবার জন্য আবেদন করা হয়। কাজ যদি সঠিকভাবে না করা হয় তাহলে এই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও দাবি করা হয়। জেলা পরিষদের সদস্যার বাড়ি কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও এই রাস্তা নিয়ে তার কোনও হেলদোল নেই সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, হয়তো বা কাটমানি নেওয়া হয়ে গিয়েছে সেই কারণেই জেলা পরিষদের সদস্য চুপ করে বসে আছেন। যদিও মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘আমরা বিষয়টি জানতে পেরেছি। আমরাও বলেছি সরকারি নির্দেশ অনুসারে কাজ করবার জন্য। আমরা চাই সঠিকভাবে রাস্তার কাজ হোক। প্রয়োজন হলে জেলা পরিষদের সঙ্গে আমরা কথা বলব।’

হাবড়ায় পুকুর থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: পুকুর থেকে মাছ ধরার জালে উঠে আসলো একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। হাবড়া থানার অন্তর্গত কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কলতলা বিশ্বাস পাড়া এলাকায় একটি পুকুরে সকাল বেলায় মাছ ধরতে আসে জেলেরা মাছ ধরার সময় হঠাৎই পায়ে বাধে একটি ব্যাগ ব্যাগটি পুকুর থেকে উপরে উঠাতেই দেখা যায় তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একাধিক বন্দুক ও গুলি (কার্তুজ) স্থানীয়রা খবর দেয় হাবড়া থানায়। হাবড়া থানার পুলিশ এসে সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায় স্থানীয়রা জানায় তিন ধরনের গুলি এছাড়াও চারটি বন্দুক রয়েছে যে বন্দুকগুলি প্লাস্টিকে মোরা। এলাকায় একাধিক পুকুর রয়েছে তারা জানায় এই পুকুরগুলোতে তল্লাশি। সকাল গড়িয়ে দুপুর হতেই আবার সেই পুকুর থেকে ফের উদ্ধার আরো চারটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২৫ রাউন্ড গুলি।

বিশ্ব সাইকেল দিবসে দুর্গাপুরে ‘অস্মিতা সিটি সাইকেল লিগ’

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে রবিবার সকালে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য ‘অস্মিতা সিটি সাইকেল লিগ।’ দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত এই সাইকেল র‍্যালি। শহরজুড়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। গান্ধী মোড় ময়দান থেকে র‍্যালির সূচনা হয়। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সাইকেল যাত্রা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় নির্ধারিত গন্তব্যে এসে শেষ হয়।

র‍্যালিতে ১৬ জন মহিলা-সহ প্রায় ১০০ জন সাইক্লিস্ট উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা অতিক্রম করে দুর্গাপুর হাউস হয়ে আবার গান্ধী মোড়ে ফিরে আসেন। রঙিন জার্সি ও সাইকেল নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে শহরের সকাল হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। আয়োজকদের বক্তব্য, নিয়মিত সাইকেল চালানোর অভ্যাস গড়ে তুললে যেমন শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকে, তেমনই পরিবেশ দূষণ কমাতেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব সাইকেল দিবসের এই উদ্যোগে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা তুলে ধরা হয়, যা শহরবাসীর মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

রেশন কার্ড বন্ধক রেখে সরকারি খাদ্যসামগ্রী আত্মসাৎ পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার ঝালদা ২ নম্বর ব্লকের উকমা গ্রামে অতোদায় অন্ন যোজনার রেশন কার্ড বন্ধক রেখে বছরের পর বছর সরকারি রেশন আত্মসাৎ করার অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, গ্রামের বেশ কয়েকটি তফসিলি জাতিভুক্ত কালিন্দী পরিবার অভাবের তাড়নায় কেউ প্রায় সাত বা কেউ পাঁচ বছর আগে গ্রামের কিছু ব্যক্তির কাছে থেকে টাকা ধার নেয়। সেই সুযোগে সুরেন মাহাতো, মুরলী মাহাতো, চণ্ডী মাহাতো-সহ কয়েকজন ওই পরিবারগুলির রেশন কার্ড নিজেদের কাছে রেখে দেন। ভুক্তু-তেগিদের দাবি, তাদের নামে বরাদ্দ চাল, চিনি ও অন্যান্য রেশন সামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে ডিলারের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হলেও সেগুলি প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছায়নি। স্বামীর চিকিৎসা কিংবা সংসারের চরম আর্থিক সংকটের কারণে ধার নেওয়া পরিবারগুলি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাপ্য সরকারি রেশন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই পুলিশ গ্রামে পৌঁছে কয়েকটি রেশন কার্ড উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে এখনও বহু কার্ড উদ্ধার হয়নি বলে অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে, হস্তান্তর অযোগ্য সরকারি রেশন কার্ড কীভাবে বছরের পর বছর অন্যের দখলে রইল এবং প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এই অনিয়ম চলল। ঘটনার পূর্ণ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবি উঠেছে এলাকাজুড়ে। পুলিশ এই কার্ডগুলি যারা গচ্ছিত রেখেছে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে চলেছে। অনেকে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গেছে। তাদের খোঁজা হচ্ছে। যে দোকানগুলি স্টেশন কার্ড টাকা ধার নিয়ে গরিব পরিবারগুলি গচ্ছিত লেগেছিল সেই রেশন দোকানগুলিকে চিহ্নিত করছে পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে সামনে এসেছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কয়েক বছর আগে গ্রামের একাধিক তফসিলি জাতিভুক্ত কালিন্দী পরিবারের সদস্যরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েন। অভাবের তাড়নায় তাঁরা স্থানীয় কয়েকজনের থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় ধারদাতারা জামানত হিসেবে ওই পরিবারগুলির রেশন কার্ড নিজেদের কাছে রেখে দেন। এরপর থেকেই ওই কার্ডগুলি ব্যবহার করে নিয়মিত রেশন দোকান থেকে চাল, চিনি-সহ বিভিন্ন সরকারি খাদ্যসামগ্রী তোলা হচ্ছিল। অথচ, যে কার্ডের মালিক, সেই প্রকৃত উপভোক্তারা বছরের পর বছর রেশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। ভুক্তভোগীদের দাবি, টানা পাঁচ থেকে সাত বছর ধরে তাঁরা সরকারি এই খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাননি। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ভাদু কালিন্দী, সন্ধ্যা কালিন্দী এবং চঞ্চলা গোঁড়াতদের মতো ভুক্তভোগীরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, অভাবের কারণে ধার নেওয়ার পরই তাঁদের রেশন পাওয়া বন্ধ হয়। পরে তাঁরা জানতে পারেন, তাঁদেরই কার্ড ব্যবহার করে অন্যরা দীর্ঘ সময় ধরে রেশনের খাদ্যদ্রব্য আত্মসাৎ করে আসছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই পুলিশ তড়িঘড়ি উকমা গ্রামে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশের অভিযানের মুখে পড়ে অভিযুক্তদের ডেরা থেকে বেশ কয়েকটি রেশন কার্ড উদ্ধার হয় এবং তা প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেন অভিযুক্তদের অন্যতম সুশেন মাহাত। তাঁর দাবি, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। অন্যদিকে, ঝালদা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক কুমার সিংহ জানান, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রখর গরমে মাটির কলসির বিক্রি বাড়লেও আক্ষেপ কুম্ভকারদের

নেই গোরুর গাড়ি, ভাগ্নে মদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলায় যত গরম পড়বে ততই ভাল। এতে উপার্জন কিছুটা বাড়বে। পরিবারে কিছুটা হলেও স্বস্তি আসবে। সোনামুখী বাজারের হাঁড়ি হাটতলায় অনন্ত কুম্ভকার ও সতিস কুম্ভকার এই মন্তব্য করেন। তাদের বক্তব্য বসন্তকাল শেষ হওয়ার পর থেকে মাটির কলসি বিক্রি শুরু হয়। বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসে বিক্রি বাড়ে। এবছর জেলায় তীব্র গরম পড়ায় মাটির কলসি বিক্রি অনেকটাই বেড়েছে। অনন্ত কুম্ভকার বলেন, ‘আয় গরম, তেড়ে আয়।’ বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা বাজারে মাটির কলসি বিক্রি করতে আসা আঁচুড়ি পলাশবনী এলাকার যতীন কুম্ভকার ও নন্দ তন্তুবার বলেন, ‘এবার দীর্ঘদিন গরম থাকায় কলসি বিক্রি ভাল হয়েছে। গরম আর জল সংকট যত থাকবে, ততই মাটির কলসি বিক্রি হবে। শুধু ঠাণ্ডা জল খাওয়া নয়, প্রয়োজন মত জল ধরে রাখতেও মাটির কলসি রাখছেন অনেকে। অন্যদিকে দোকানদারদের বক্তব্য, এবার গরম বেশি পড়ায় বিক্রি ভাল হয়েছে। সাধারণত, যারা মাটির কলসি কেনেন না বা ফ্রিজের জল খান তারাও এবার মাটির কলসি কিনেছেন। নন্দ কুম্ভকার ও যতীন তন্তুবার বলেন, ‘এখন প্রায় প্রতিদিন সাইকেলে করে হাটে কলসি নিয়ে আসতে হয়। এখন তো আর সেই গোরুর গাড়ি আর হাটে সঙ্গে আসার ভাগ্নে মদন নেই। গাড়ি ভাড়া করে হাটে আসাও সম্ভব নয়।’ পাত্রসায়ের কুমারপাড়ার এলাকার সুশান্ত কুম্ভকার বলেন, ‘চাহিদা বাড়াতে রঙ-বেরঙের নকশা করা ও কল লাগানো কলসি তৈরি করা হয়েছে। এসব কলসির ভাল চাহিদাও।’ বেড়ে চলা গরম নিয়ে সচেতনতার কাজ করা পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস ও ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘যে মাটির কলসি ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক ফ্রিজ। কম ও একবার খরচের ফ্রিজ। এই

ফ্রিজের অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জল খেলে গলা ব্যথা বা সর্দি-কাশির আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক ফ্রিজের জল যে মাত্রায় ঠাণ্ডা হয় তা মানুষের শরীরের তাপমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে বা সহনশীলতার মধ্যেই থাকে। তাই এসব সমস্যা হয় না। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, মাটির কলসির গায়ে যে অসংখ্য সূক্ষ ছিদ্র থাকে সেগুলি দিয়ে জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় যে লীনতাপ গ্রহণ করে তা থেকে কলসির ভিতরের জল ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং পরিবেশবান্ধব।’

তাঁদের বক্তব্য, মাটির কলসি আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে জড়িত। এই মাটির কলসি আরেক নাম কুম্ভ। হিন্দুদের ১৮ পুরাণের অন্যতম পদ্মপুরাণ ৭৫০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ লেখা। সেখানে রয়েছে চাঁদ সওদাগরের ছেলে

লখাই-এর বড়শি বা ছিপের আঘাতে ভেঙে যায় বেহুলার কাঁকের কলসি। সেসময় বেহুলা গায় ‘কলসি গড়ায়া দেও ওরে নাগর/ কলসি গড়ায়া দেও ওরে/ কলসির ভেতরে লেইখ্খা গো দিও/ বেইলা সখীর নাম ও রে।’ কলসি নিয়ে আর এক জনপ্রিয় কাহিনী রয়েছে বাংলায়। একদিন শ্রী চৈতন্য, মহাপ্রভু শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু আর হরিদাস ঠাকুর নগর কীর্তণে বের হয়েছিলেন। সেটা তাদের পচ্ছন্দের না হওয়ায় শাক্ত অনুগামী জগদানন্দ ও মাধবানন্দ ওরফে জগাই-মাধাই মদের কলসি ভেঙে তার কানা নিত্যানন্দ প্রভুর দিকে ছুঁড়ে মারে। নিত্যানন্দ প্রভুর কপাল কেটে রক্ত বেরোতে থাকে। নিতাই মাধাইকে আলিঙ্গন করে বললেন, ‘মারিলি কলসির কানা, তাই বলে প্রেম দিব না।’ কুমারদের উৎপত্তি নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। শিবের বিয়েতে একটি জলের কলসির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেউ সেটা দিতে পারেনি। শিব তখন তার গলার মালা থেকে একটি গুটি বের করে নেন এবং সেই গুটি থেকে একজন কুমার বা কুম্ভকারের সৃষ্টি করেন। সেই কুমার শিবের বিয়ের মাটি কলসি ও ঘট তৈরি করেন। শিবের গলার গুটি থেকে জন্ম নেওয়ার কারণে কুমারদের আর এক নাম রুদ্র। হিন্দু পুরাণ অনুসারে শিবের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রজাপতি প্রথম কুম্ভ বা কলসির সৃষ্টি করে ছিলেন, সুতরাং তিনিই প্রথম কুম্ভকার। অন্য জনশ্রুতি বলে, প্রথম সমুদ্র মন্থন করে অমৃত সঞ্চার করার জন্যে সর্বপ্রথম মাটির কলসি বানিয়েছিলেন বিশ্বকর্মা নিজে। অন্যদিকে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ পুরাণ অনুযায়ী কুম্ভ হলো গর্ভের প্রতীক যা প্রতিনিধিত্ব করে উর্বরতা, জীবন, মানবজাতির উৎপাদনশীল। কলসি গঙ্গা দেবীর সঙ্গে যুক্ত। কুম্ভ মেলা সকলেরই জানা। এই প্রবাদ মেনে শুভকাজে আজও মাটির কলসির ব্যবহার হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি ও আচার অনুষ্ঠানে মাটি কলসি জল ও গাছের পাতা দিয়ে ভরে রাখার রেওয়াজ রয়েছে।

অন্যদিকে শালতোড়ার মুরলু, লেদাপলাশ, শ্যামপুর ইত্যাদি এলাকার গ্রামগুলির কুমোরপাড়াগুলি মাটির হাঁড়ি, কলসি, কুজো, ঘট, মালসা তৈরিতে ব্যস্ত থাকে সারা বছর। একটি মাটির কলসি বা হাঁড়ির দাম ১০০-১২০, কুজোর দাম ১৩০- ১৫০, ছোট ঘট ১ টাকা, বড় ঘট ৩-৫ টাকা। বাঁকুড়ায় ক্রমাগত তাপমাত্রা বেড়ে চলায় ফের মাটির কলসির চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে। তালডাংরার বিবড়দা কুমারপাড়া, পাত্রসায়ের কুমারপাড়া ও সারেঙ্গা নিতুরপুর গ্রামের কুমারপাড়ার একই বক্তব্য। তিলুড়ির এক দোকানদার বলেন যে তিনি তিনটি মাটির কলসি কিনে সবসময় একটা ভেজা লাল শালু কাপড়ে জড়িয়ে রাখ চ্ছেন এতে জল আরও বেশি ঠাণ্ডা থাকে। দোকানে আসা ক্রেতাদের এই কলসির জল দিলে, তাঁরা খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছেন। এভাবে এলাকার প্রতিটি দোকান মাটির কলসি রাখছে ক্রেতাদের জন্য।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য
সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকারের সমক্ষে
রিজিওনাল ডিরেক্টর
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন (ইআর)
কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, ইন AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন,
আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০ ১৩৫
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১৩(৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০(৬) (ক)-এর বিষয়ে
এবং
মেসার্স ব্লুচিপ ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ইছাপুর, উত্তর পশ্চিম পাড়া, সাঁতরাগাছি থানা - জগাছা, হাওড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৪-এ অবস্থিত, তার বিষয়ে
...আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানি ১২ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তাবলি অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় “**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**” থেকে “**অসম রাজ্য**”-এ স্থানান্তর করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, ইন AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে হস্তান্তর করতে বা করিয়ে দিতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লেখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে ও অনুমতিক্রমে
ব্লুচিপ ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
বাবুল নাথ
ডিরেক্টর
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬

‘হেলদি’ দাবিতে কড়াকড়ি, আট সংস্থাকে নোটিস

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: খাদ্যপণ্যের প্যাকেট ও লেবেলে ‘হেলদি’ বা স্বাস্থ্যকর বলে প্রচার করে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে আটটি খাদ্য সংস্থাকে নোটিস পাঠাল ভারতীয় খাদ্য সুরক্ষা ও মান নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই)। সংস্থাগুলির ব্র্যান্ড নাম, পণ্যের বিবরণ এবং বিপণনের দাবিতে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা গ্রাহকদের কাছে পণ্যের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করতে পারে বলে মনে করছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে এফএসএসএআই জানায়, খাদ্য সুরক্ষা ও মান আইন, ২০০৬-এর অধীনে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন এবং প্রতারণামূলক লেবেলিংয়ের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যে সংস্থাগুলিকে নোটিস পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে ইমামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি, হেলথ এইড, ট্রুভি, দ্য হেলদি ফ্যাক্টরি, হেলদি মাস্টার, হেলদি চয়েস, প্ল্যান বি এবং নিউহার্বস। এফএসএসএআই জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে তাদের ব্র্যান্ডিং ও পণ্যের দাবির ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। তাদের জবাব পর্যালোচনার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এফএসএসএআই-এর বক্তব্য, ‘হেলদি’ বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করে কোনও পণ্যকে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যকর হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথাযথ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং মান নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ব্র্যান্ডিং ও লেবেলিং বর্তমান খাদ্য সুরক্ষা ও ভোক্তা সুরক্ষা বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে খাদ্যপণ্যের মোড়ক বা লেবেল, বিজ্ঞাপন এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দাবির উপর নজরদারি আরও বাড়িয়েছে এফএসএসএআই। উদ্দেশ্য, পণ্যের পুষ্টিগুণ বা স্বাস্থ্যগত উপকারিতা নিয়ে যাতে গ্রাহকরা বিভ্রান্ত না হন, তা নিশ্চিত করা।

ভারতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিধি অনুযায়ী, কোনও খাদ্য সংস্থার পণ্যের লেবেল, বিজ্ঞাপন বা প্রচারমূলক বার্তা অবশ্যই সত্য, নির্ভুল এবং প্রমাণসমর্থিত হতে হবে। পণ্যের গুণমান বা স্বাস্থ্যগত উপকারিতা নিয়ে অতিরঞ্জিত বা বিভ্রান্তিকর দাবি করলে নিয়ন্ত্রক সংস্থার পদক্ষেপের মুখে পড়তে হতে পারে। খাদ্যপণ্যের লেবেলিং আরও স্বচ্ছ করা, গ্রাহক সচেতনতা বাড়ানো এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দাবিকে তথ্যভিত্তিক ও নির্ভরযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এটি এফএসএসএআই-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: বিগত ১২ বছরে দেশে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা হয়েছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, ‘গত ১২ বছরে ভারত উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর দেশ হিসেবে পরিচিত হতে পেরে আমরা গর্বিত; এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক ও অসহায় মানুষদের উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।’

মোদী আরও জানান, ‘প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন-ঔষধি পরিযোজনা’-র মতো উদ্যোগের ফলে ওষুধ এখন অনেক সাশ্রয়ী হয়েছে। স্টেন্ট ও হাঁটু প্রতিস্থাপনের (নি ইমপ্ল্যান্ট) মতো চিকিৎসা সরঞ্জামের দামও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এসেছে, যা বহু মানুষকে উপকৃত করেছে। পাশাপাশি, আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চিকিৎসা শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। একটি সুস্থ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা আমাদের এই যাত্রাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব।’

মোদী-ট্রাম্প বৈঠকের আগে বাণিজ্য চুক্তি ও মার্কিন নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: ১৭ জুন ফ্রান্সে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত বৈঠকের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জাতীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি জোরালোভাবে তুলে ধরার দাবি জানাল কংগ্রেস। দলের মতে, ওমান উপকূলে মার্কিন অভিযানে তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি এবং সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের প্রতি মার্কিন প্রশাসনের অবস্থান; এই বিষয়গুলিতে ভারতের স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান নেওয়া উচিত।

রবিবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ এক পোস্টে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী কি মার্কিন অভিযানে ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যুর ঘটনায় ভারতের কড়া আপত্তি তুলে ধরবেন? পাশাপাশি মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের আলোচনায় ব্যবহৃত ভাষার বিষয়টিও তিনি উত্থাপন করবেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। জয়রাম রমেশ বলেন, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার শীঘ্রই ভারত সফরে আসছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির কিছু শর্ত ভারতীয় কৃষক ও দেশীয় শিল্পের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। তিনি আরও দাবি করেন, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতি বাতিল করার পরও ভারত সরকার বাণিজ্য চুক্তির শর্ত পুনর্বিবেচনা করেনি, যা উদ্বেগের বিষয়।

কংগ্রেস নেতা মার্কিন বিদেশসচিবের সেই মন্তব্যেরও উল্লেখ করেন, যেখানে আগামী পাঁচ বছরে ভারত ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন পণ্য কেনার সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছিল। তাঁর মতে, এই ধরনের মন্তব্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে এবং ভারতের উচিত নিজের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষায় আরও স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারিও কেন্দ্রকে আমেরিকার সামনে ভারতের উদ্বেগ দৃঢ়ভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে ভারতের প্রতি মার্কিন নীতি পুরোপুরি বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। অবৈধভাবে আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রত্যাবর্তন, ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি এবং সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার ঘনিষ্ঠতা;এই বিষয়গুলি দুই দেশের সম্পর্কে একাধিকবার উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তিওয়ারির মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উচিত আসন্ন বৈঠকে ভারতের সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে মার্কিন প্রশাসনের সামনে তুলে ধরা।

কংগ্রেসের দাবি, মোদী-ট্রাম্প বৈঠক শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য নয়, ভারতের অর্থনৈতিক, কৌশলগত এবং কূটনৈতিক স্বার্থের দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ভারতের একটি দৃঢ় ও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া প্রয়োজন।

আমেরিকা-ইরান সমঝোতা এখনও অধরা

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ১৪ জুন: আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য শান্তি সমঝোতা নিয়ে জল্পনা বাড়লেও শেষ মুহূর্তে তা অনিশ্চয়তার মুখে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আশাবাদী মন্তব্য এবং পাকিস্তানের মধ্যস্থতার দাবি সত্ত্বেও রবিবার কোনও চুক্তি সই হচ্ছে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে তেহরান। বরং ইরানের বিভিন্ন মহলে এই সম্ভাব্য সমঝোতা ঘিরে বিরোধিতাও শুরু হয়েছে। জানা গেছে , ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহর মাশহাদে শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান একদল প্রতিবাদী। অভিযোগ, সম্ভাব্য সমঝোতা ইরানের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং হরমুজ প্রণালীর ওপর তেহরানের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করতে পারে।

অন্য দিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সামাজিক মাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ দাবি করেছেন, চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে হরমুজ প্রণালী আবারও সবার জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে। যদিও ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বকাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সমঝোতার বিষয়ে আলোচনা চললেও রবিবার কোনও চুক্তি সই হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এদিকে, মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় থাকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দাবি করেছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে এবং উভয় পক্ষ সমঝোতার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। তবে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য, কোনও কূটনৈতিক সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হতে দেওয়া হবে না। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে কোনও সমঝোতা আদৌ হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

তিন নাবিকের মৃত্যুতেও নীরবতায় প্রশ্ন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ রাহুল লেখেন, ‘মার্কিন হামলায় তিনজন ভারতীয় নাবিক নিহত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই এই নিয়ে কোনও অনুশোচনা অথবা ক্ষমা প্রার্থনার বালাই নেই। উল্টে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক নির্দেশ জারি করে চলেছে।’

রাহুল আরও উল্লেখ করেন, ‘তাদের কথাগুলোই পড়ুন ‘অবিলম্বে মার্কিন সামরিক নির্দেশ মেনে চলুন। কোনও ধরনের অবাধ্যতা বরদাস্ত করা হবে না।’ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই এমন ভাষা সহ্য করত না। কিন্তু আমাদের আপসকামী প্রধানমন্ত্রী? তিনি নীরব। তিনি এক অনুগত ভৃত্যের মতো কথা শোনেন এবং নির্দেশ মেনে চলেন। একজন আপসকামী প্রধানমন্ত্রী কখনোই দেশের সম্মান রক্ষা করবেন না; কারণ তিনি তাঁদের কাছেই দায়বদ্ধ, যাঁরা এই দেশকে অপমান করেন।’

ওমান উপকূলে মার্কিন সামরিক অভিযানে নিহত ভারতীয় নাবিকদের মরদেহ দেশে ফেরার পর কেন্দ্রের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। রবিবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ করা এক পোস্টে তিনি বলেন, ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি বা শোকবার্তা আসেনি। খাড়গে লিখেছেন, ‘দেশ অপেক্ষা করছিল, মোদীজি।’ তাঁর অভিযোগ, বর্তমান সরকারের বিদেশনীতি ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও সার্বভৌম অবস্থানকে খাটো করেছে।

কংগ্রেস সভাপতির দাবি, জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আপস করা হচ্ছে, অথচ সরকার তা ‘বিশ্বগুরু’ তত্ত্বের আড়ালে ঢাকার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, ভারত তখনই প্রকৃত অর্থে ‘বিশ্বগুরু’ ছিল, যখন দেশ কৌশলগত স্বাধীনতা বজায় রেখে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করত এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বাধীন অবস্থান ধরে রাখত। খাড়গে আরও বলেন, বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয় নাগরিকদের জীবন ও নিরাপত্তাকে কখনওই গৌণ বিষয় হিসেবে দেখা যায় না। তাঁর কথায়, এই ঘটনার বহু প্রশ্ন এখনও উত্তরহীন এবং নীরবতা কোনওভাবেই জবাবদিহির বিকল্প হতে পারে না। পোস্টের শেষে তিনি বলেন, ‘দেশ স্পষ্ট ব্যাখ্যা চায় এবং নিহত নাবিকদের পরিবার ন্যায়বিচারের দাবিদার।’

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন গোটা ঘটনার বিষয়ে দেশের সামনে স্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের দাবি, এই ঘটনায় আমেরিকার ক্ষমা চাওয়া এবং একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো উচিত ভারতের। রবিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের চেয়ারম্যান পবন খেরা বলেন, ভারতীয় নাগরিকদের প্রাণহানির মতো গুরুতর ঘটনায় কেন্দ্রের আরও দৃঢ় ও স্পষ্ট কূটনৈতিক অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন ছিল। তাঁর মতে, দোষীদের দায় নির্ধারণ এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ভারত সরকারের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত।

তুঘলকাবাদের আগুন ছিল চক্রান্ত!

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। দক্ষিণ দিল্লির তুঘলকাবাদে একটি বাড়িতে আগুন লেগে গত শুক্রবার (১২ জুন) রাতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছিল, আহত হয়েছিলেন ৮ জন। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, এটি দুর্ঘটনা। কিন্তু সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পরে পুলিশ বুঝতে পারে, গোটাটাই পরিকল্পিত চক্রান্ত। পুলিশ জানিয়েছে, সেই রাতে আগুন লাগার কিছুক্ষণ আগে এক নাবালিকাকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়। ফুটেজ দেখে তাকে চিহ্নিত করে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। জেরের মুখে সে স্বীকার করে, সারিতা নামে এক মহিলার কথায় ওই বাড়ির নীচে রাখা একটি স্কুটারে আগুন ধরিয়ে দেয় সে। তার জন্য পেট্রল এবং দেশলাই ওই মহিলাই দিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আগুন গোটা বাড়িকে গ্রাস করে। তিন জন মারা যান।

নিটের প্রশ্নফাঁসে পদযাত্রা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: নিটের প্রশ্নফাঁস, সিবিএসই পরীক্ষায় গাফিলতি এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগকে সামনে রেখে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের ডাক দিল কংগ্রেস। শনিবার রাতে দলের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১৭ জুন থেকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে দেশব্যাপী ছাত্র পদযাত্রা শুরু হবে। কংগ্রেস জানিয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দাবিতে দলের প্রথম কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে রাজস্থানের কোটা শহরে। এরপর ১০ জুলাই উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ, ১১ জুলাই বিহারের পাটনা এবং ১৪ জুলাই দিল্লিতে বৃহৎ ছাত্র সমাবেশ ও পদযাত্রার আয়োজন করা হবে।

দলীয় সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস, সিবিএসই পরীক্ষায় বিশৃঙ্খলা এবং ফলপ্রকাশ ঘিরে বিতর্কে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং পরীক্ষাব্যবস্থায় জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবিতেই এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত এই কর্মসূচিগুলিতে রাহুল নিজে উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন বলেও জানিয়েছে দল।

ময়দান

মেদিনীপুরকে হারিয়ে ইতিহাস মালদহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গল টি২০ লিগে রেকর্ড গড়ে দুরন্ত জয় তুলে নিল সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদহ। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নিজেদেরই সর্বাধিক রান তাড়ার রেকর্ড ভেঙে এবার ২০৩ রানের বিশাল লক্ষ্য সফলভাবে তাড়া করে রশ্মি এনইএস মেদিনীপুর উইজার্ডসকে পাঁচ উইকেটে পরাজিত করল তারা। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল মালদহ।

টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় মালদহ। ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় মেদিনীপুরের ব্যাটারদের। ওপেনার অগ্নীশ্বর দাস দুরন্ত ৬৯ রানের ইনিংস খেলেন। তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার, যিনি ৫৮ রান করেন। শেষ দিকে বিবেক সিং ৪১ রানে অপরাজিত থেকে দলের রানকে ২০০-র গণ্ডি পার করান। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০২ রান তোলে মেদিনীপুর। মালদহের বোলারদের মধ্যে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল দু’টি উইকেট নেন। এছাড়া অধিনায়ক মুকেশ কুমার এবং বিকাশ সিং সিনিয়র একটি করে উইকেট দখল করেন।

২০৩ রানের বিশাল লক্ষ্য সামনে থাকলেও শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ক্রিকেট খেলতে দেখা যায় মালদহকে। ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরন দলের ভিত গড়ে দেন ৫২ রানের দারুণ ইনিংস খেলে। অন্য দিকে অখিলও দ্রুতগতিতে ৪৮ রান করে রান তাড়ার গতি বজায় রাখেন। মাঝের ওভারে কিছুটা চাপে পড়লেও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন কাইফ আহমেদ। মাত্র ১৯ বলে অপরাজিত ৩৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে তিনি দলের জয় নিশ্চিত করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮.৪ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মালদহ। মেদিনীপুরের হয়ে সিদ্ধার্থ ঘোষ, বিকাশ সিং, দেবপ্রতিম হালদার, অধিনায়ক আমির গনি এবং শ্রেয়ান চক্রবর্তী একটি করে উইকেট নেন, কিন্তু মালদহের ব্যাটিং ঝড় থামাতে পারেননি।

এই জয়ের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ২০২৪ সালে শিলিগুড়ির বিরুদ্ধে ১৮৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের যে রেকর্ড গড়েছিল মালদহ, এবার তারা সেই কৃতিত্বকেও ছাপিয়ে গেল। ২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয় বেঙ্গল টি২০ লিগের অন্যতম স্মরণীয় রানচেজ হিসেবে জায়গা করে নিল। পয়েন্ট তালিকাতেও বড়সড় পরিবর্তন এসেছে। পাঁচ ম্যাচে চার জয় ও এক পরাজয়ে মালদহের সংগ্রহ এখন ৮ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট থাকলেও নেট রান রেটের ভিত্তিতে শীর্ষে রয়েছে সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স। তবে এই দুরন্ত জয়ের পর মালদহ যে শিরোপার অন্যতম দাবিদার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল, তা বলাই যায়। বেঙ্গল টি২০ লিগে তাদের এই বিধ্বংসী ব্যাটিং প্রদর্শন নিঃসন্দেহে প্রতিযোগিতার বাকি দলগুলির জন্য সতর্কবার্তা হয়ে রইল।

প্রথম জয়ের স্বাদ কলকাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গল টি২০ লিগের মহিলা বিভাগে রবিবার দ্বৈত ম্যাচে জয়ের হাসি হাসল কলকাতা রয়্যাল টাইগার্স এবং সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স। দিনের প্রথম ম্যাচে মুর্শিদাবাদ কুইন্সকে ১৪ রানে হারিয়ে টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল কলকাতা। অন্য দিকে, দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রাচী রাঢ় টাইগার্সকে ৫১ রানে পরাজিত করে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল শিলিগুড়ি।

রবিবার সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাঠে দিনের প্রথম ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় মুর্শিদাবাদ কুইন্স। ব্যাট করতে নেমে কলকাতা রয়্যাল টাইগার্সের হয়ে দুরন্ত ইনিংস খেলেন অধিনায়ক মিতা পাল। তিনি ৭১ রানে অপরাজিত থেকে দলের স্কোর ৩ উইকেটে ১৩৫ রানে পৌঁছে দেন। জাহ্নবী রাজ পাসোয়ান, সুস্মিতা পাল এবং প্রতিভা রানা একটি করে উইকেট নেন। উইমেন অফ দ্য ম্যাচ মিতা পালের কথায় ‘এই ইনিংসটা আমার কাছে খুবই বিশেষ। দলকে প্রথম জয় এনে দিতে পেরে আমি ভীষণ খুশি। শুরুতে উইকেট একটু ধীর ছিল, তাই সময় নিয়ে ব্যাট করেছি। পরে সুযোগ পেয়ে বড় শট খেলেছি। আমাদের বোলাররাও অসাধারণ পারফর্ম করেছে। এই জয় দলের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দেবে। ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে দলের জয়ই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সামনে আরও ম্যাচ রয়েছে, আমরা ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলতে চাই এবং সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই।’ ১৩৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মুর্শিদাবাদ কুইন্স নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২১ রানেই থেমে যায়। সুস্মিতা পাল ৩৫ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কলকাতার হয়ে দেবস্মিতা খালসা ও তৃষিতা সরকার দু’টি করে উইকেট নেন। এছাড়া মিতা পাল ও মৌলী মণ্ডল একটি করে উইকেট তুলে নেন।

দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও প্রিয়াঙ্কা বালার দায়িত্বশীল অর্ধশতরানে ভর করে ৮ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে দল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice Inviting e-Tender
Undersigned invites **E-NIT Memo No: 102/BDO-DNK/ENG/2026, Date : 13/06/2026** for some civil works under MA & ME and 15th CFC (Tied) Fund. Last date of bid submission through online at e-procurement link **https://wbtenders.gov.in** on **28.06.2026 at 5:00 PM.** Details can be seen at **www.hooghly.nic.in** or at the office of undersigned in any working days within office hour.
Sd/-
Executive Officer
Dhaniakhali Panchayat Samity
Dhaniakhali, Hooghly

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 01/HDA/EC/2026-27
Online (e-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **“PARTITION WALL AND MISCELLANEOUS WORK AT CONSUMER FORUM OFFICE, DURGACHAK SUPER MARKET, HALDIA”. Estimated Cost :** Rs. 2,64,862/-. **Document downloading :** 16.06.2026 to 22.06.2026. **Bid submission dates :** 19.06.2026 to 22.06.2026. Information in details is available in the office and in the website of HDA : **www.hda.gov.in** E-Tender can be submitted through: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T10150(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE FOR CORRIGENDUM NO-I
(Date Corrigendum)
Ref. e-NIT No.:- WBIW/SE/CE(SW)/NIT-01e/2026-27(2nd Call),
Sl No- 01, 02,03 & 04
(Tender Id:- 2026_IWD_1024569_1, 2026_IWD_1024569_2, 2026_IWD_1024569_3 & 2026_IWD_1024569_4)
For higher participation of bidders to culminate the tender process, the document download end date/Bid submission end date is now extended upto 19.06.2026 till 14:00 Hours instead of10.06.2026 till 14:00 Hours and technical bid opening date is extended upto 22.06.2026 at 11:00 Hours instead of 11.06.2026 at 11:00 Hours. All others terms and condition as laid down in the NIT remain unchanged. Details of the corrigendum may be seen from the departmental website **www.wbiwd.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** (direct site). Sd/- S. N. Hait, Superintending Engineer, Attached to chief Engineer, South West, Irrigation & Waterways Directorate, Khasjungle, Abas, Midnapore, Paschim Medinipur.
ICA- T10157(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 05/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Internal repairing and strengthening of ceiling, lintel, beam etc. of Bl-8, F-10, Bl-7, F-24, Bl-5, F-6 and common passage of Bl-7 with allied Civil works in KIT Housing Scheme No. BRS-LXXXI under Housing Sector, KMDA., Rs.1,18,129/- (including GST & LWC), Rs.2,370/-, 02 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 26.06.2026, Time: 17.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-122)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10148(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V,
Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000046, Dated : 05-06-2026
Name of work: "Supply of lighting fixtures & electrical wires for replacement of faulty items at HRDC building, Taratala."
Due date of Submission: 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 9830952606
ICA- T10153(1)/2026

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকারের সমক্ষে
রিজিওনাল ডিরেক্টর
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন (ইআর)
কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, ইন AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০ ১৩৫
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১৩(৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০(৬) (ক)-এর বিষয়ে
এবং
মেসার্স উতালিকা টাওয়ার্স লিমিটেড, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৭১, মেটকাফ স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, রুম নং ১বি, কলকাতা - ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, তার বিষয়ে
...আবেদনকারী
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানি ১২ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তাবলি অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় **“পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য”** থেকে **“অসম রাজ্য”**-এ স্থানান্তর করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, ইন AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে হস্তান্তর করতে বা করিয়ে দিতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লেখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনকারীর পক্ষে ও অনুমতিক্রমে
উতালিকা টাওয়ার্স লিমিটেড
৭১, মেটকাফ স্ট্রিট, ১ম তলা, রুম নং ১বি,
কলকাতা - ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ **বাবুল নাথ, ডিরেক্টর**
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ **DIN : 06891380**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
e-TENDER NOTICE
SFDCL invites 07 (Seven) e-tenders from eligible bidder regarding : **1.** Supply of De-Oiled Rice Bran (DORB) in different Fisheries Projects under the State Fisheries Development Corporation Limited vide. NIT No. SFDC/MD/NIT/Inland/2026-27/01 to NIT No. SFDC/MD/NIT/Inland/2026-27/07. Bid submission start date 15.06.2026 & Bid submission end date 23.06.2026. **2.** Supply of Mustard Oil Cake in different Fisheries Projects under the State Fisheries Development Corporation Limited vide. NIT No. SFDC/MD/NIT/Inland/2026-27/08 to NIT No. SFDC/MD/NIT/Inland/2026-27/15. Bid submission start date 15.06.2026 & Bid submission end date 23.06.2026. For details visit **wbtenders.gov.in** **3.** Supply of IMC fingerlings in different Fisheries Projects under the State Fisheries Development Corporation Limited vide. NIT No. SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/57(e) (2nd Call) to NIT No. SFDC /MD /NIT/ Inland/ 2025-26/60(e) (2nd Call). Bid submission start date 15.06.2026 & Bid submission end date 23.06.2026. For details visit **wbtenders.gov.in** Sd/- Managing Director, The State Fisheries Development Corporation Limited.
ICA- T10165(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

ডাঃ আবু তাহের

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা কবে অর্জিত হবে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারা পৃথিবী থেকে যক্ষ্মা নামক মারণ ব্যাধির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষমাত্রা স্থির করেছে ২০৩০ সাল।আর ভারতবর্ষে সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শেষ সময়সীমা ছিল ২০২৫ সাল। কিন্তু বর্তমানে যে পরিসংখ্যান তাতে ২০২৫ এর মধ্যে যক্ষ্মার সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয়নি । রোগ প্রতিরোধের রকমসকম দেখে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই লক্ষমাত্রা অর্জন একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার।ভারতে টিবি অর্থাৎ যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা সারা বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সর্বাধিক যক্ষ্মা রোগীর বসবাস আমাদের দেশে।বছরে যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় চার লক্ষের উপর রোগীর। অর্থাৎ বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ রোগীর মৃত্যু সারাবছরে আমাদের দেশে হয়ে থাকে।

সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রোগের নিরাময় অপেক্ষা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর জোর বাড়ানোর যে অধিক প্রয়োজন সে কথা নিশ্চিত।অথচ আমাদের দেশে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলো ঘোষণা করা হয় সেগুলো প্রাথমিক চিকিৎসাকে ভীষণভাবে অবহেলা করে। উপেক্ষিত থেকে যায় প্রাথমিক স্তরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের ব্যাপার। সেই জন্যই প্রাথমিক স্তরে সচেতনতার অভাবে যেমন চিকিৎসা শুরু করতে বিলম্বের কারণেই প্রায় দশ শতাংশ রোগীর মৃত্যু হয় এদেশে। এক্ষেত্রে দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ভীষণ ভাবে দায়ী যেমন খোলা নর্দমা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রাস্তা ও ফুটপাতের উপর খোলামেলা খাবারের দোকান, এখানে সেখানে স্তুপীকৃত জঞ্জাল ।

আরেকটি বিষয় যক্ষ্মা রোগীর বিষয়ে ছুতমার্গ । এবং সচেতনতার অভাব।ফলে রোগীর যক্ষ্মা ধরা পড়লেও তা চেপে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে । কর্মসংস্থান থেকে চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা যেমন তেমনি সমাজের কটাক্ষ।ফলে চিকিৎসা শুরু করতে বিলম্ব এবং অ-নিয়মিত ওষুধ পরিসেবনের কারণে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ ওষুধ প্রতিরোধকারী যক্ষ্মার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় যে ওষুধগুলো কাজ করবার কথা এই সমস্ত কারণে সেগুলো আর কাজ করছে না। সেই জন্য রোগ প্রতিরোধে বিলম্ব হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।যে কারণে প্রাথমিক পর্বে চিকিৎসা এবং সচেতনতা উভয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করাই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ বলে মনে করি।

২০১৭ সালে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি প্ল্যান তৈরি করে যা ন্যাসনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান (২০১৭-২০২৫) নামে পরিচিত ছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কেবলমাত্র রাজ্য বা দেশীয় স্তরে উৎসাহিত করাই নয় এর সঙ্গে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কর্মী সংগঠন, দেশীয় এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী সংস্থা, গবেষণাপত্র এবং বিদেশি সংস্থা গুলোর জন্যও নির্দেশিকা স্বরূপ। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেই এই পরিকল্পনার রূপায়ণ করা হয়েছিল।

সাধারণ যক্ষ্মা রোগীর ক্ষেত্রে টানা ছয়মাস ধরে ওষুধ সেবন করতে হয় নিয়মিত। কিন্তু সেখানেও যদি বে-নিয়ম দেখা যায় তাহলে শরীরে ওষুধ প্রতিরোধ কারী যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।যা একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় নিরাময় করার ক্ষেত্রে।

যক্ষ্মা যেহেতু একধরনের ক্রনিক ইনফেকশন তাই এক্ষেত্রে শরীরে অত্যধিক পরিমাণে ফাইব্রাস টিস্যু গঠিত হয়।যার ফলে সেই সমস্ত জায়গায় রক্ত সংবহনের হার এতই কমে যায় যে যক্ষ্মা নিরাময়কারী যে সমস্ত ওষুধ যেমন স্ট্রেপটোমাইসিন,রিফামপিসিন,আইসোনিয়াজাইড,ইথামবিউটল ইত্যাদির প্রবেশ ক্ষমতা অনেক কমে যায় ।ফলে হয় কি ,আর যে সমস্ত ওষুধের কার্যকারিতা অনেক কম সময়ে অর্জন করা সম্ভব হয় এক্ষেত্রে তা অর্জন করতে অনেক বেশি সময় লাগে।ফলত টিবি'র ক্ষেত্রে ইনটেনসিভ পিরিয়ড যা অন্তর্বর্তীকালীন চিকিৎসা চলে ছয়মাস যেখানে কঠোরভাবে নিয়ম করে ওষুধ পরিসেবন করানো হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে।

কিছু কিছু যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ রয়েছে যেগুলো সেবনের ফলে বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়।আগে থেকেই সেই বিষয়ে চিকিৎসকরা জানিয়ে দিলে রোগীর আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ থাকবে। যেমন মূত্রের বর্ণ গোলাপি হয়ে যাওয়া, দৃষ্টি শক্তিতে সমস্যা, মাথাব্যথা, কিছু কিছু মানসিক সমস্যা, পেটে ব্যথা, বমিবমি ভাব, গায়ে গুটি গুটি দাগ দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। রাতের দিকে ঘাম দিয়ে জ্বর এবং টানা দুসপ্তাহের বেশি কাশি দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে রক্ত পরীক্ষা,থুতু পরীক্ষা এবং বুকের এক্স রে করে টিবি আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। সচেতনতাই আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম পথ।

চোখ হলুদ, দৃষ্টি ঝাপসা? ফ্যাটি লিভারের ইঙ্গিত নয় তো!

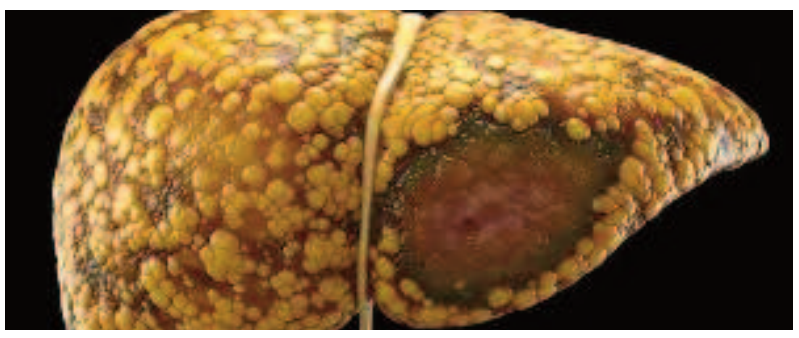

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিঃশব্দ ঘাতক বলেই পরিচিত ফ্যাটি লিভার। কারণ রোগটি শরীরে বাসা বাঁধলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট উপসর্গ দেখা যায় না। বর্তমানে শুধু বয়স্করাই নন, অনিয়মিত জীবনযাপন, অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড খাওয়া, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, ডায়াবেটিস এবং স্থূলতার কারণে তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও দ্রুত বাড়ছে এই সমস্যার প্রকোপ। চিকিৎসকদের মতে, লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কিছু প্রাথমিক ইঙ্গিত চোখেই ধরা পড়তে পারে। তাই চোখের কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তনকে অবহেলা না করে সতর্ক হওয়া জরুরি।

চোখের সাদা অংশে হলদেটে আভা

চোখের সাদা অংশে হলদেটে রং দেখা গেলে তা জন্ডিসের লক্ষণ হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমার ফলে শরীরে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে এমনটা হয়। এটি ফ্যাটি লিভারের জটিল পর্যায় বা অন্য কোনও গুরুতর লিভার সমস্যার ইঙ্গিতও হতে পারে। তাই এই লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

চোখে শুষ্কতা ও জ্বালাভাব

বারবার চোখ শুকিয়ে যাওয়া, জ্বালা বা অস্বস্তি অনুভব করা অনেক সময় শরীরের অভ্যন্তরীণ বিপাকীয় সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। লিভারের কার্যকারিতা ব্যাহত হলে শরীরে প্রদাহের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা চোখের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

চোখের নীচে স্থায়ী কালো দাগ

পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রামের পরও যদি চোখের নীচের কালো দাগ না কমে, তাহলে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। লিভারের সমস্যার কারণে দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি তৈরি হতে পারে, যার প্রভাব চোখের চারপাশে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

চোখের চারপাশে ফোলাভাব

চোখের পাতা বা চারপাশে অস্বাভাবিক ফোলাভাব দেখা দিলে তা শরীরে তরল জমার লক্ষণ হতে পারে। বিপাকীয় ভারসাম্যহীনতা এবং লিভারের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার সঙ্গে এই ধরনের সমস্যার যোগ থাকতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ঝাপসা দৃষ্টি

সব ক্ষেত্রে না হলেও, কিছু রোগীর মধ্যে ফ্যাটি লিভারের সঙ্গে ঝাপসা দেখার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত ডায়াবেটিস বা মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় কোনও উপসর্গই তৈরি করে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা অন্য কোনও শারীরিক সমস্যার কারণে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে গিয়ে হঠাৎ ধরা পড়ে এই রোগ।

কারা বেশি ঝুঁকিতে?

চিকিৎসকদের মতে, যাঁরা স্থূলতায় ভোগেন, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি, নিয়মিত শরীরচর্চা বা শারীরিক পরিশ্রম করেন না এবং খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত মিষ্টি, কোমল পানীয় ও জাঙ্ক ফুড রাখেন, তাঁদের ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন?

যদি চোখের রঙে পরিবর্তন আসে, দীর্ঘদিন ক্লান্তি অনুভূত হয়, চোখের চারপাশে অস্বাভাবিক ফোলাভাব দেখা দেয় বা ঝাপসা দেখতে শুরু করেন, তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। প্রয়োজন হলে লিভার ফাংশন টেস্ট এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

ফ্যাটি লিভার প্রতিরোধে জীবনযাত্রায় কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা, ওজন নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত ঘুম এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা লিভারকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

তবে মনে রাখতে হবে, চোখের এই পরিবর্তনগুলির অর্থ সবসময় ফ্যাটি লিভার নয়। কিন্তু এগুলি শরীরের ভেতরে কোনও সমস্যার সতর্কবার্তা হতে পারে। তাই লক্ষণগুলোকে অবহেলা না করে সময়মতো পরীক্ষা করানোই সুস্থ থাকার অন্যতম চাবিকাঠি।

পেনাল্টি বিতর্কে সমালোচনায় বিশ্বকাপ
কাতারকে আটকেও প্রশ্নের মুখে VAR

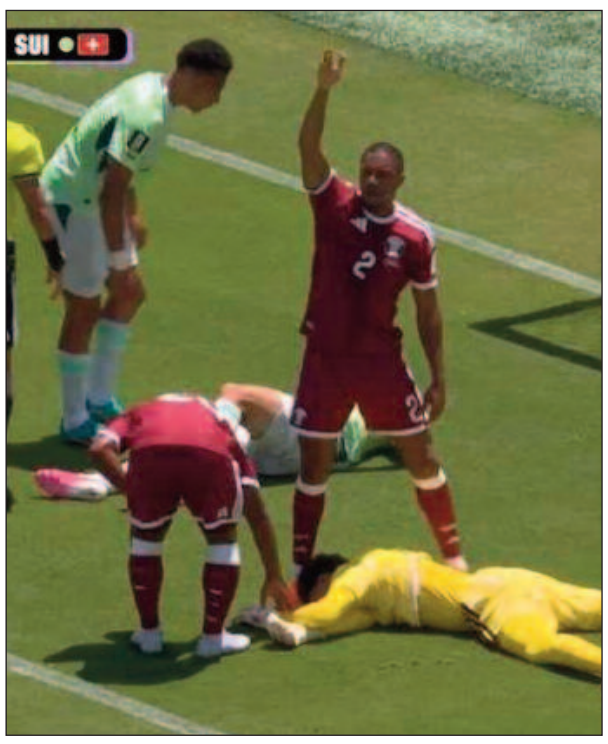

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফিফা বিশ্বকাপের আসর এবার বসেছে আমেরিকার মাটিতে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই নানা বিতর্ক ঘিরে আলোচনা শুরু হয়েছিল, আর ম্যাচ গড়াতেই সেই বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। এবার সমালোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে কাতার ও সুইজারল্যান্ডের ম্যাচে রেফারির একটি পেনাল্টি সিদ্ধান্ত। ফুটবলপ্রেমী থেকে শুরু করে প্রাক্তন তারকা ও বিশেষজ্ঞদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, আদৌ সুইজারল্যান্ডের সেই পেনাল্টি প্রাপ্য ছিল কি না।

ম্যাচের ১৪ মিনিটে ঘটনাটি ঘটে। সুইজারল্যান্ডের আক্রমণের সময় কাতারের গোলরক্ষকের সঙ্গে সংঘর্ষে বক্সের ভিতরে পড়ে যান সুইস ফরোয়ার্ড রেমো ফ্রেলুর। মাঠের রেফারি সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান। পরে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (VAR) ঘটনাটি পরীক্ষা করে দেখলেও মূল সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। সুইজারল্যান্ড পেনাল্টি পেয়ে যায় এবং ম্যাচের মোড় ঘুরে যেতে পারত।

কিন্তু বিতর্কের সূত্রপাত হয় রিপ্লে সম্প্রচারের পর। টেলিভিশনের ফুটেজ দেখে অনেকেরই মনে হয়েছে, ফ্রেলুরকে ফাউল করার আগে তিনি অফসাইড অবস্থানে ছিলেন। যদি সত্যিই তিনি অফসাইড হয়ে থাকেন, তাহলে সেই আক্রমণ বাতিল হওয়ার কথা এবং পেনাল্টি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে)ঙ্ট-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।

আধুনিক ফুটবলে অফসাইড নির্ধারণে সেমি-অটোমেটেড অফসাইড প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এই প্রযুক্তি খেলোয়াড়ের শরীরের ক্ষুদ্রতম অংশও অফসাইড লাইনের বাইরে থাকলে তা শনাক্ত করতে সক্ষম। তবে এই ম্যাচে বিতর্ক আরও বেড়ে যায় কারণ টেলিভিশন সম্প্রচারে সেই প্রযুক্তির গ্রাফিক্স দেখানো হয়নি। ফলে দর্শকরা বুঝতেই পারেননি)ঙ্ট ঠিক কী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা গ্যারি নেভিল এবং ইয়ান রাইটের মতো বিশিষ্ট ফুটবল বিশ্লেষকরাও। তাঁদের বক্তব্য, দর্শকদের সামনে যদি প্রমাণই তুলে ধরা না হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ তৈরি হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের দাবি করা হলেও তার দৃশ্যমান ব্যাখ্যা না থাকলে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

ক্রমবর্ধমান সমালোচনার মুখে পরে ফিফা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার দাবি,)ঙ্ট দল অফসাইডের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করেছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ভুল হয়নি। যদিও সম্প্রচারে সেমি-অটোমেটেড অফসাইড গ্রাফিক্স দেখানো হয়নি,)ঙ্ট কর্মকর্তারা নিজেদের মনিটরে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন। ফিফা স্পষ্ট জানায়, পেনাল্টি দেওয়ার আগে সমস্ত নিয়ম মেনেই অফসাইড যাচাই করা হয়েছিল।

তবে ফিফার ব্যাখ্যার পরও বিতর্ক পুরোপুরি থামেনি। সামাজিক মাধ্যমে এখনও বহু সমর্থক ও বিশেষজ্ঞ সেই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ম্যাচে সুইজারল্যান্ড জয় পায়নি। দুর্দান্ত লড়াই করে কাতার ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করে মূল্যবান এক পয়েন্ট আদায় করে নেয়।

অন্যদিকে, বিশ্বকাপের আরেক ম্যাচে ইতিহাস গড়েছে স্কটল্যান্ড। ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপের মঞ্চে জয় তুলে নিয়েছে স্কটিশরা। দীর্ঘদিন পর বিশ্বকাপে ফেরা হাইতিকে ১-০ গোলে হারিয়ে স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করে তারা। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন জন ম্যাকগিন। শেষবার ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে সুইডেনকে হারিয়েছিল স্কটল্যান্ড। এরপর ১৯৯৮ সালের পর দীর্ঘ সময় বিশ্বকাপের মূল পর্বেই জায়গা করে নিতে পারেনি দলটি। তাই এবারের জয় শুধু তিন পয়েন্ট নয়, স্কটিশ ফুটবলের জন্য এক আবেগঘন ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মরক্কোর দুর্দান্ত লড়াইয়ে আটকে গেল ব্রাজিল, ড্র দেখে হতাশ সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল ও মরক্কো। ব্রাজিলের জন্য যে এই ম্যাচ একেবারেই সহজ হবে না, তা আগে থেকেই বুঝেছিলেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। আর ঠিক তেমনটাই হল। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই মরক্কোর কাছে আটকে গেল ব্রাজিল। পয়েন্ট নষ্ট করলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা। নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে মরক্কোর বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল ব্রাজিল।

ম্যাচের ২১ মিনিটে ইসমাইল সাইবারি গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন মরক্কোকে। ৩২ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন ভিনিসিয়াস। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ব্রাজিলের খেলার দেখে হতাশ সমর্থকরা। নেইমার জুনিয়র এদিন ডাগআউটে বসেই খেলা দেখলেন। এইরকম ফুটবল খেললে 'মিশন হেক্সা' তো অনেক দূর গ্রুপ স্টেজ থেকেই বিদায় নিতে হতে পারে। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিল বেশ ভালো ফুটবল খেলে। কিন্তু মরক্কোর রক্ষণের কাছে বারবার হার মেনে যান ভিনিসিয়াসরা।

কুৎসিত ফুটবল খেললেন মারকুইনহোস, কাসেমিরোরা। অনুশীলনের অভাব ও বোঝাপড়ার অভাব স্পষ্ট। এই সুযতকাজে লাগিয়ে মরক্কোর দুর্দান্ত ফুটবল খেলে। ২১ মিনিটে মরক্কোর ব্রাহিম দিয়াজের পাস পেয়ে ব্রাজিলের দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সাইবারি। গোল খেয়ে কিছুটা নড়েচড়ে বসে ব্রাজিল। বাঁ দিকে প্রায় কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে বল পেয়েছিলেন ভিনি। কাট করে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ডান পায়ের শটে গোল করলেন। এই ড্রয়ের অন্যতম কারণ অবশ্যই ব্রাজিলের রক্ষণ। এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের রক্ষণ বেশ ভোগাবে। ব্রাজিলের দুই সেন্টার ব্যাক মারকুইনহোস এবং গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস কিছু দিন আগেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। তবে দেশের জার্সিতে খারাপ ফর্মে তারা। কার্লো আনসেলোত্তি এরপর দল নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে বাধ্য হবেন। তবে এবার ব্রাজিলের মূল সমস্যা হল স্ট্রাইকারের অভাব। এদিকে গত বারের বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠেছিল মরক্কো। আফ্রিকার এই দেশ এবারও বড় চমক দেবে তা বলাই বাহুল্য।